NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিচারণ

অগ্নিগর্ভ পদ্মাপার না যাওয়ার পরামর্শ দিল শুল্ক দপ্তর ৬

কলকাতা ৯ অগস্ট ২০২৪ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.8.2024, Vol.18, Issue No. 61 8 Pages, Price 3.00

বুদ্ধ-যুগের সমাপ্তি

প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ● শেষ হল বঙ্গ রাজনীতির বড় অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বাম রাজনীতির অন্তিম নক্ষত্র পতন। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের দ্বিতীয় এবং শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জীবনাবসান। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বৃহস্পতিবার সকালে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর খবর জানান তাঁর সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য। বঙ্গ রাজনীতিতে এক যুগাবসান। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি ছিল রাজ্যবাসীর। কিন্তু বৃহস্পতিবারের বৃষ্টিভেজা সকালে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত দুঃসংবাদ অনেককেই নাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, দীর্ঘদিন ক্ষমতার অলিন্দ ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও বাংলার মানুষের মনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শ্বেত-শুভ্র ভাব গম্ভীর ব্যক্তিত্বের ছবি আজও অমলিন। প্রশাসক ও রাজনীতিক হিসেবে তাঁর সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিয়ে বহুদিন ধরেই কাটা ছেঁড়া চলেছে আগামীতেও চলবে, কিন্তু কৃষিকে ভিত্তি করে শিল্প সম্ভাবনার স্বপ্নদ্রষ্টা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে আগামী প্রজন্ম। একজন রাজনীতি হিসেবে এখানেই তার সাফল্য। সকাল ৮টা ২০ মিনিটে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই তিনি প্রয়াত হন। দলীয় পতাকা, ফুলে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁকে।

সূত্রের খবর, বুধবার রাতে বুদ্ধদেবের শ্বাসকষ্ট বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা রাতে সামাল দেওয়া হয়েছিল। তখনই ঠিক করা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ উডল্যান্ডসের চিকিৎসকেরা এসে তাঁকে পরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে। কারণ, হাসপাতালে যাওয়ার বিষয়টিতে তাঁর ঘোর অনীহা ছিল। তাই চিকিসকদের পরামর্শের কথা ভাবা হয়েছিল। সেই মতোই বিষয়টি এগোচ্ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন বুদ্ধদেব। সকালে উঠে প্রাতরাশের পর চা-ও খেয়েছিলেন। তার পরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নেবুলাইজার দেওয়ার চেষ্টা হয়। সূত্রের খবর, সেই সময়েই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হয় দ্রুত। তাঁরা এসে বুদ্ধদেবকে প্রয়াত বলে ঘোষণা করেন।

২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের ১১ বছরের শাসনকালের শেষ পাঁচ বছর বাংলার রাজনীতিতে নানা দিক থেকেই এক সরগরম পর্ব। এই রাজনৈতিক উত্তাপের গোটাটাই ছিল তাঁর শিল্পায়ন-নীতিকে ঘিরে। যে শিল্পায়নকে বুদ্ধদেব বাজি ধরেছিলেন, সেই শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতিই বুদ্ধদেবের পায়ের তলার জমি সরিয়ে দিয়েছিল। ২০০৬ সালে ২৩৫ আসনে জিতে ক্ষমতায় ফেরা মুখ্যমন্ত্রীকে পাঁচ বছর পরই শোচনীয় পরাজয়ের মুখে পড়তে হয়। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে অবসান হয় সাড়ে ৩৪ বছরের একটানা বাম শাসনের।

বালিগঞ্জের পাম অ্যাভিনিউয়ের এই দু'কামরার ফ্ল্যাট তিনি কখনও ছাড়তে চাননি। এই ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে থাকা বই, বিছানা, গানের ক্যাসেটের মধ্যেই ছিল তাঁর যাপন। সেই পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়ি থেকে শেষ বারের মতো বেরিয়ে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রবীণ সিপিএম নেতার মরদেহ রক্তপতাকায় মুড়ে তোলা হয় শববাহী শকটে। তার পর সেটি রওনা দেয় পিস ওয়ার্ল্ডের উদ্দেশে। উপস্থিত জনতা খালি গলায় ধরল 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল'। বৃষ্টিভেজা দুপুরে ছড়িয়ে গেল, 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড, এসো মোরা মিলি এক সাথ..!'

শকটের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলেন বুদ্ধ-জায়া মীরা ভট্টাচার্য। শেষ নমস্কার জানালেন দু'টি হাত জোড় করে। কাউকে কাউকে দেখা গেল চোখের জলে ভেঙে পড়তে। স্লোগান উঠল। শববাহী শকটের কাচের আড়ালে দেখা গেল প্রয়াত নেতার মুখ। সেই মোটা ফ্রেমের চশমা। থুতনিতে কিছু দিনের না কামানো দাড়ি। বস্তুত, গত কয়েক দিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন বুদ্ধদেব। সেই কারণেই দাড়ি কামিয়ে দেওয়া যায়নি তাঁর। পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর আগে তাঁর মরদেহের চক্ষু থেকে কর্নিয়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয় পরিকল্পনা মতো।

শুক্রবার সকাল ১১টায় পিস ওয়ার্ল্ড থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে রাজ্য বিধানসভায়। বিধানসভায় মরদেহ থাকবে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত । সেখান থেকে বেলা ১২টা নাগাদ দেহ নিয়ে আসা হবে সিপিএমের রাজ্য দপ্তর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। সেখানেই মরদেহ শায়িত থাকবে বিকাল ৩টে পর্যন্ত। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হবে দীনেশ মজুমদার ভবনে। সিপিএমের ছাত্র ও যুব সংগঠনের রাজ্য দপ্তরে। বুদ্ধদেব ছিলেন প্রাদেশিক যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সভাপতি ছিলেন তাঁর বন্ধু এবং কমরেড দীনেশ মজুমদার। তাঁর নামেই ওই ভবনটি নামাঙ্কিত। পৌনে ৪টে পর্যন্ত বুদ্ধদেবের দেহ শায়িত থাকবে সেখানে। সেখান থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পরে মিছিল করে দেহ নিয়ে যাওয়া হবে শিয়ালদহের এনআরএস হাসপাতালে। সেখানেই বুদ্ধদেবের দেহ দান করা হবে ভবিষ্যতের চিকিৎসার গবেষণার কাজে।

দীর্ঘ দিন ধরেই গুরুতর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা (সিওপিডি)-তে ভুগছিলেন বুদ্ধদেব। অসুস্থতার কারণে শেষ কয়েক বছর কার্যত গৃহবন্দিই ছিলেন। আগেও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় তাঁকে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। সেই সময়েও কয়েক দিন ভেন্টিলেশনে রাখতে হয় তাঁকে। সেখান থেকে বিপন্মুক্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। ২০২১-এর মে মাসের মাঝামাঝি কোভিডে আক্রান্ত হন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ১৮ মে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। একই সময় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যও। একই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় মীরাকে। দু'জনেই কোভিড নেগেটিভ হয়ে ফেরেন কিছু দিনের মধ্যে।

গত বছরের ৯ অগস্ট হাসপাতাল থেকে বিপন্মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন বুদ্ধদেব। ২৯ জুলাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। বেশ কয়েক দিন তাঁকে ভেন্টিলেশন (ইনভেনসিভ) সাপোর্টে রাখেন চিকিৎসকেরা। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। ফুসফুস এবং শ্বাসনালিতে মারাত্মক রকমের সংক্রমণ ধরা পড়ে। হাসপাতালে প্রথম কয়েক দিন মূলত আচ্ছন্ন অবস্থাতেই ছিলেন বুদ্ধদেব। তবে ক্রমশ তিনি চিকিৎসায় সাড়া দেন। ১২ দিনের মাথায় ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। বাড়িতে ফিরিয়েও অবশ্য কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে রাখা হয়েছিল তাঁকে। অবশেষে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই অবসান হল বামফ্রন্টের বুদ্ধ-যুগের।

'এই বাংলার মাটিতে বার বার ফিরে আসুন'

সরকারি ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, শেষযাত্রায় সশ্রদ্ধ সহযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁর ঝাড়গ্রাম সফরে যাওয়ার কথা। দুপুরে সেই সফরে রওনা হওয়ার আগে মমতা বুদ্ধদেবকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে যান। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শেষযাত্রায় সমস্ত সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে করবে রাজ্য সরকার। মমতা জানান, দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ফিরহাদ হাকিমকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্য সরকারের তরফে বিষয়টি তদারক করার জন্য।

তাই এদিন দুপুর সোয়া ১২টা নাগাদ পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে পৌঁছে যান তিনি। বুদ্ধবাবুকে শেষশ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। সমবেদনা জানান। এর পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্যকে পাশে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন মমতা। পরিশেষে তিনি বলেন, 'রাজ্যের জন্য বড় ক্ষতি। বাংলার মাটিতে বার বার ফিরে আসুন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।'

বুদ্ধদেবের প্রয়াণের খবর প্রশাসনিক সূত্রে জানতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তিনি মন্ত্রিসভার দুই সহকর্মীকে বলেন দ্রুত বুদ্ধদেবের বাড়িতে পৌঁছে যেতে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিনি দীর্ঘদিন বিধানসভার জনপ্রতিনিধি ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, একাধিক দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। ওঁর মৃতদেহ বিধানসভায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলব। স্পিকারের সঙ্গে পরিবারের কথা হয়েছে।' তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পরিবার ও দল। আজ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, গান স্যালুটে অন্তিম বিদায় জানাতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধবাবুর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে গলা ধরে আসে মমতার। জানান, 'খবরটা শোনার পরই কেমন একটা হয়ে গিয়েছিলাম। হাতটা ঘষে গিয়ে, গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল।' বুদ্ধবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অনেক স্মৃতি রয়েছে বলেও জানান। তবে সেই সমস্ত কথা তিনি সামনে আনতে চান না বলেও জানালেন মমতা।

এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আকস্মিক প্রয়াণে আমি মর্মাহত। বিগত কয়েক দশক ধরেই আমি তাঁকে চিনতাম এবং গত কয়েক বছরে তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমি কয়েকবার তাঁকে বাড়িতে দেখতে গেছি। এই মুহূর্তে আমি খুব দুঃখিত বোধ করছি।' তিনি আরও লেখেন, 'এই শোকের সময়ে মীরাদি এবং সুচেতনের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমি সিপিআই(এম) দলের সকল সদস্য-সদস্যা, সমর্থক এবং তাঁর সমস্ত অনুগামীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবরে শোকাহত। বঙ্গ রাজনীতির মহীরুহ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে রাজ্যের সেবা করেছেন। তাঁর পরিবার ও সমর্থকের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।'

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদির, শোকজ্ঞাপন রাজনীতির বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে শোকবার্তা দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে মোদি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোকাহত। উনি এক জন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। যিনি একাগ্র ভাবে তাঁর রাজ্যের মানুষের সেবা করেছেন। ওঁর পরিবার এবং সমর্থকদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।' উল্লেখ্য বুদ্ধদেবকে দু'বছর আগেই বুদ্ধদেব পদ্মভূষণ সম্মান দিতে চেয়েছিল মোদি সরকার। যদিও অসুস্থ বুদ্ধ সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
বৃহস্পতিবার বুদ্ধদেবের প্রয়াণে মোদি ছাড়াও জাতীয় এবং রাজ্য রাজনীতির অনেকেই শোকজ্ঞাপন করেছেন।

রাজ্যপাল

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন এমন একজন নেতা যিনি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের ভালবাসা এবং সম্মান পেয়েছেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন, উচ্চ মার্গের ভাবনাচিন্তা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ মানুষকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছিল।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর আত্মীয়-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে আমি শোকাহত। তাঁর পরিবার এবং ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা। আমি তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ওম শান্তি।

সীতারাম ইয়েচুরি

বুদ্ধদার খবরটা যখন এল তখন আমার চোখের ছানি অপারেশন হচ্ছিল। মনটা ভেঙে গেল। দলের প্রতি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ওঁর নিষ্ঠাবোধ, আমাদের দু'জনের এক মতাদর্শ এবং ওঁর দূরদৃষ্টি আগামী দিনেও আমাদের পথপ্রদর্শন করবে।

মল্লিকার্জুন খাড়গে

পাঁচ দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি মানুষের সেবা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং সহকর্মীদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুকান্ত মজুমদার

আমরা মর্মাহত, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমি আমার তরফ থেকে এবং আমার দলের তরফ থেকে সমবেদনা জানাই। মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভাবে ভিন্ন মেরুর মানুষ হলেও ব্যক্তিগত ভাবে আমি ওঁকে সম্মান করতাম।

মহম্মদ সেলিম

জীবনযুদ্ধে লড়াই করছিলেন। চিকিৎসকেরাও চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণ। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

বিমান বসু

খবরটা যখন আসে বসেছিলাম। সেখান থেকে আমি উঠতেই পারছিলাম না।

শমীক ভট্টাচার্য

বহু মানুষের মতো আমিও শোকস্তব্ধ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। বুদ্ধদেব নিজের দলের সীমার মধ্যে থেকে একটা অসীমের সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে একটা শিল্প সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক স্বচ্ছতা, তাঁর অর্থনৈতিক সততা, তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন যে কোনও রাজনৈতিক কর্মীর কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর পরিবারকে আমার সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

দিলীপ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৮০ বছর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমৃতলোকে পাড়ি দিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সূর্যকান্ত মিশ্র

কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লাল সেলাম। কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অমর রহে।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত বাংলাদেশে

শপথ নিলেন নোবেলজয়ী ইউনূস

ঢাকা, ৮ অগস্ট: বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। সরকারের প্রধান হলেন মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি নতুন সরকারের প্রধান হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর উপদেষ্টারাও শপথ নিয়েছেন। বাংলাদেশের বঙ্গভবনের দরবার হলে স্থানীয় সময় রাত ৯টায় শপথগ্রহণ শুরু হয়। ইউনূস শপথবাক্য পাঠ করেন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের উপস্থিতিতে। প্রধান উপদেষ্টার শপথ এবং গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করেন ইউনূস। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মণ্ডলীতে রয়েছেন ১৬ জন সদস্য। তাঁরা হলেন সালেহ উদ্দিন আহমেদ, আসিফ নজরুল, আদিলুর রহমান খান, হাসান আরিফ, তৌহিদ হোসেন, সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান, নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন, সুপ্রদীপ চাকমা, ফরিদা আখতার, বিধানরঞ্জন রায়, খালিদ হাসান, নুরজাহান বেগম, শারমিন মুরশিদ এবং ফারুকি আজম। এঁদের মধেক্র সুপ্রদীপ, বিধানরঞ্জন এবং ফারুকি ঢাকা নেই। তাই তাঁরা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলেন না। নবীন এবং প্রবীনের সমন্বয় দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের এই উপদেষ্টামণ্ডলীতে। শপথগ্রহণের শেষে আরও এক বার জাতীয় সঙ্গীত হয়। সোমবার সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। তার পরেও যদিও অশান্তি থামেনি। বৃহস্পতিবারও হিংসা, অশান্তির খবর উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সেই আবহেই ঢাকায় পৌঁছে হিংসার পথ থেকে সরে আসার বার্তা দেন ইউনূস। তাঁর উপর আস্থা রাখতে আর্জি জানান সকলকে। এর পর রাতে বঙ্গভবনের দরবার হলে এদিন শপথ নিলেন ইউনূস। রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের এই অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে ইতিমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, যাতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন এবং জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে, তাতে আমেরিকার সরকারের সমর্থন থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের দিকে আমেরিকা সরকারের নজর রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। অন্তর্বর্তী সরকারে নাহিদ ইসলাম এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ের অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ন তাঁরা দু'জনই। ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান করার সুপারিশ তাঁরাই করেন। সেনার সঙ্গে ইউনূসের বৈঠকেও শামিল ছিলেন তাঁরা। বাংলাদেশের সরকারে এমন তরুণ ছাত্র নেতাদের অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্র আন্দোলনই বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে বলে ঢাকায় ফিরেই মন্তব্য করেন ইউনূস।

'দেশে কারও উপর আর হামলা হবে না'

ঢাকা, ৮ অগস্ট: দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাই হবে তাঁর প্রথম কাজ। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশে ফিরেই দেশবাসীর উদ্দেশে এমনই বার্তা দিলেন নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস। শুধু তা-ই নয়, দেশে আর কারও উপর হামলা হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ইউনূসের কথায়, 'আমার উপর আস্থা রাখুন। দেশে কারও উপর কোনও হামলা হবে না।' 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ইউনূস 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার আহ্বানও জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এ স্বাধীনতা আমাদের রক্ষা করতে হবে।' বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টো ১০ মিনিটে প্যারিস থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন ইউনূস। সেখানে আগে থেকেই হাজির ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। এ ছাড়াও অন্য দুই বাহিনীর প্রধানও হাজির ছিলেন। বিমানবন্দরে তাঁরা ইউনূসকে স্বাগত জানান। নোবেলজয়ী বলেন, 'আজ আমাদের গৌরবের দিন। যে বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন বিজয় দিবস সৃষ্টি করল তরুণেরা, সেটাকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যারা এটা সম্ভব করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে। পুনর্জন্ম দিয়েছে।'

সংসদে পেশ ওয়াকফ সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: লোকসভায় বৃহস্পতিবার পেশ হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এ বার লোকসভায় বিল সংশোধনী উত্থাপনের বিরুদ্ধে নোটিস দিলেন কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল এবং হিবি ইডেন। সংসদেও বার বার ভারতীয় সংবিধান উদ্ধৃত করে ভিন্ন ধর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার দুপুরেই সংসদে ওয়াকফ বিল পেশ হয়েছে। পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তার পর তা সংখ্যালঘু মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হবে বলে সূত্রের খবর। তবে ওয়াকফ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মাত্রই সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তাঁরা মনে করছেন, হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি উস্কে দিতেই ওই বিতর্কিত বিল পেশের পরিকল্পনা।

হকিতে ব্রোঞ্জ, অভিনন্দন মোদির

প্যারিস, ৮ অগস্ট : আরও এক বার হকিতে ব্রোঞ্জ ভারতের। টোকিয়োর পর প্যারিস অলিম্পিক্সেও ব্রোঞ্জ পেল ভারতের পুরুষ হকি দল। হরমনপ্রীত সিংয়ের করা জোড়া গোলে স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল ভারত। ব্রোঞ্জ জেতার জন্য হরমনপ্রীত-শ্রীজেশদের অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদির। টুইটে তিনি লিখলেন, 'এই জয়ের স্মৃতি বহু প্রজন্ম মনে রাখবে। এই জয় আরও স্পেশ্যাল কারণ পরপর দুবার অলিম্পিকে পদক এল।'

বিস্তারিত খেলার পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Krishna Chandra Pramanick S/o. Amulya Pramanick ও Krishna Ch. Paramanik S/o. A. C. Paramanik, Amulya Pramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Akash Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nehar Ranjan Mukherjee ও Nihar Ranjan Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪ নং এফিডেভিট বলে Sekh Safikul Islam S/o. Sekh Idrish Mohammad ও Shekh Safikul Idrish S/o. Idrishbhai Rahulamin Shekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Sanghamitra Bhar Pal W/o. Prasanta Pal ও Sanghamitra Bahr Pal W/o. P Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০৮০ নং এফিডেভিট বলে Farid Ali Khan S/o. Nauser Ali Khan ও Md. Farid Khan S/o. Nauser Ali Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৯৪ নং এফিডেভিট বলে Purab Bhattacharyya S/o. Krishnachandra Bhattacharyya ও Purab Bhattacharyay S/o. K. C. Bhattacharyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১০/২৩ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১১২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sangita Hansda D/o. Hemanta Hansda নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nusrat Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, Monoj Kumar Ghosh, পিতা Lt. Mohan Lal Ghosh, বাসিন্দা ৩৬/২/১, ফকির চাঁদ ঘোষ লেন, পি.ও. সাঁতরাগাছি, পি.এস. ব্যাঁটরা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০৪, ঘোষণা করছি যে, আমার নাম বিভিন্ন নথিতে Monoj Ghosh, Sri Manoj Ghosh এবং Manoj Kumar Ghosh হিসেবে ভুলভাবে রেকর্ড করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত করছি যে Monoj Kumar Ghosh, Monoj Ghosh, Sri Manoj Ghosh এবং Manoj Kumar Ghosh একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এই হলফনামাটি ৩১ জুলাই ২০২৪ তারিখে হাওড়া জেলা আদালতের ১ম শ্রেণীর বিচারকের সামনে সই করা হয়েছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই আগস্ট। ২৩ শে শ্রাবণ। শুক্র বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষ পূর্তি দিবস। নাগাসাকি দিবস ।
শ্রী শ্রী মনষাদেবী অষ্টনাগ পুজা।
স্বামী ব্রহ্ম নন্দ গিরি মহারাজের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NAME CHANGE

I Utpal Kumar Ray S/O Late Sambhu Nath Ray residing at (Flat No-BF-95,Yugashanti co-op HSG Socy, St No-167 Tarulia, AA-1, Bidhannagar, P.S- New Town Dt- 24Prgs(N), Kol- 700156 have changed my name and shall hence-forth be known as Utpal Kumar Roy as declared before Notary Public at Kolkata MM Court, Dt- 24 Pgns (N) W.B vide affidavit no-12, Dt. -06.08.2024. Utpal Kumar Ray and Utpal Kumar Roy both are same and identical person.

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIT NO- 04/ OF NGP/2024-25.** Last date of submission **21.08.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ইং- 08.05.1978 তারিখে রানাঘাট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত । নং বহির 4608 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মালিক সরোজ কুমার মৈত্র, তাঁর পক্ষে শ্রী উমা মৈত্র, সাং- পাটুলী, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া, রানাঘাট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ইং- 28.02.1995 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত IV নং বহির 73 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) অসীম বিশ্বাস, পিতা- সুধীর বিশ্বাস, 2) শ্যামল ঘোষ, পিতা- ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ উভয়ের সাং- পাটুলী, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া, মহাশয়দ্বয়'কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, 43 নং পাটুলী মৌজায়, আর. এস. খতিয়ান নং 51, এল. আর. খতিয়ান নং 608/1 এবং আর. এস. ও এল. আর. 384 নং দাগে ৪ শতক সম্পত্তি আমমোক্তার হইতেছে। উপরিউক্ত আমমোক্তার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারদ্বয় ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস নদীয়া, বিগত ইং- 21.03.1995 তারিখে I নং বহির 2118 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা- ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং- পাটুলী, জেলা- নদীয়া'কে উপরে উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করেন । আবার নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ইং- 25.08.1999 তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার নদীয়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত। নং বহির 3580 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শিবু দাস, পিতা-দুলাল দাস, সাং- পাটুলী, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া'কে উপরের উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি হইতে ৪ শতকের মধ্যে 3.25 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। আবার শিবু দাস বিগত ইং- 16.03.2012 তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার নদীয়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV নং বহির 72 নং আমমোক্তার দলিল মূলে দশরথ রাজবংশী, পিতা-মৃত ভূদেব রাজবংশী, সাং -পাটুলী,পো: বাদকুল্লা,থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া'কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন । উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি হইতে 3.25 শতক সম্পত্তি আমমোক্তার হইতেছে। উক্ত আমমোক্তার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার দশরথ রাজবংশী ইং- 30.12.2021 তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার নদীয়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I নং বহির 15139 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শশাঙ্ক রাহা, পিতা-শিবুপদ রাহা, সাং- পাটুলী (পশ্চিমপাড়া), পো: বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া'কে উপরে উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি হইতে 3.25 শতক বিক্রয় করেন । বর্তমানে 608/1 খতিয়ানের 384 নং দাগ সরোজ কুমার মৈত্র- এর নামে রেকর্ডভুক্ত আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের 1 মাসের মধ্যে হাঁসখালি বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. অফিসে জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

শশাঙ্ক রাহা, পিতা- শিবুপদ রাহা, সাং- পাটুলী, (পশ্চিমপাড়া) পো: বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া।

নারায়ন অধিকারী (অ্যাডভোকেট),
M: 7407133609,
কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক্ট জার্জেস কোর্ট,
তারিখ: 09/08/2024

PUBLIC NOTICE

Original Two Title Deed of Sale in respect of land measuring about **1 Cottah 11 Chittak 41 Sq. Ft. or 1256 Sq. Ft.** or **2.88 Decimal** more or less, with Pucca Building (Covered Area 637 Sq. Ft.) lying & situate at **Mouza- BAHIRBAG**, J.L. No.- 2, Touzi No.- 1, comprised in R.S. Dag No.- 9 corresponding to L.R. Dag No.- 34 under L.R. Khatian No.- 550/1, New Modified L.R. Khatian No.- 4126 at Holding No. 319/A, Siraj Mondal Road, within P.S.- Bizpur, Ward No.- 10, within Kanchrapara Municipality, jurisdiction of A.D.S.R. Naihati in the District- North 24 Parganas. Said One Original Deed of Sale dated 16-09-2011, duly registered in the office of A.D.S.R. Naihati and recorded in Book No.- I, CD Volume No.- 20, Page from 450 to 463, Being No.- **07382** for the year **2011** in the name of **Nand Kishore Kanu & Sanjit Kumar Kanu** (as Purchaser therein) & another Original Deed of Sale dated 27-05-2010, duly registered in the office of A.D.S.R. Naihati and recorded in Book No.- I, CD Volume No.- 11, Page from 5044 to 5055, Being No.- **04350** for the year **2010** in the name of **Sujoy Kumar Pal** (as Purchaser therein). That aforesaid two deeds was kept as mortgage by creating Collateral Security in our custody at **State Bank of India, RACPC, Kalyani**, has been lost & misplaced from us. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1205** was lodged on **16-07-2024** with **Kalyani, Police Station, RPD,** by my client **S.B.I., RACPC, Kalyani.** If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

জেলা হুগলী, মোকাম চন্দননগর, সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) দ্বিতীয় আদালত
টাইটেল স্যুট কেস নং-১০৩/২০১৯

সেখ সইদুল ইসলাম, পিতা-শেখ আব্দুল সাত্তার, সাং-খাঞ্জুরিয়া, পোস্ট ও থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৩ ....বাদীপক্ষ

-বনাম-

১) শেখ ফজরুর রহমান,
২) শেখ বজরুর রহমান,
উভয়ের পিতা-শেখ আব্দুল সাত্তার

উভয়ের সাং-খাঞ্জুরিয়া, পোস্ট ও থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৩ ...বিবাদীপক্ষগন

চন্দনা সিংহরায়, স্বামী-নক্রি সিংহরায়
সাং-জাঙ্গিপাড়া, পোস্ট ও থানা-জাঙ্গিপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৪ .... মোকাবিলা বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদী উপরোক্ত মোকাবিলা বিবাদীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা রুজু করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে মোকাবিলা বিবাদী **চন্দনা সিংহরায়** বা উপরোক্ত মোকাবিলা বিবাদী বা কাহারও কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি বা আপনার উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া তাহার কারণ দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে ঐ মোকাবিলা বিবাদীর বিরুদ্ধে।

অনুমত্যানুসারে
নিলীমা চ্যাটার্জি
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জু.ডি.) দ্বিতীয় আদালত
চন্দননগর

বাদীপক্ষের তরফে
পার্থ গাঙ্গুলী
অ্যাডভোকেট

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৯০/২০২২

১)আনিসুর মন্ডল, পিতা- অসিফার মন্ডল
২)সাহেরা বিবি, স্বামী- সেখ সুবির আলি
৩)সাফেরা মন্ডল, স্বামী- মোকসেদ আলি মন্ডল,
৪) সাকিনা বিবি,স্বামী- আসফার আলি
.... দরাখাস্তকারীগন

এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে, জেলা- হুগলী, ধনিয়াখালী থানার অধীন পান্নাগাছি গ্রামের **অসিফার মন্ডল**,পিতা- মরহুম আব্দুল লতিফ মন্ডল ও **সালেমা মন্ডল**, স্বামী- অসিফার মন্ডল অধুনামৃত তাহাদের ত্যক্ত **পি.এন.বি. মান্দ্রা শাখার ২৬১৫০০পি.ইউ.০০০০৫৬৪২ নং অ্যাকাউন্ট** গচ্ছিত ফিক্সড ডিপোজিট **১,২৪,০৫৫ টাকা (সুদ সহ)** সাকসেশান সার্টিফেকেট পাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা উপযুক্ত মাধ্যমে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় একতরফা বিচারে দরখাস্তকারীগনের অনুকুলে সাকসেশান সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

দরখাস্তকারিগনের পক্ষে
শাহান শাহ (উকিল বাবু)

অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী কল্যান কুমার ও ২) শ্রী অশোক কুমার উভয়ের পিতা ৺কমলেন্দু কুমার উভয়ের সাকিম ও পোঃ ঘোষলা, থানা গুড়াপ, জেলা হুগলী, হাল সাকিম 59B লিন্টন স্ট্রীট, থানা বেনিয়াপুকুর, কোলকাতা 700014। বিগত ইং- 08/09/2008 তারিখে এ.ডি.এস.আর ধনিয়াখালি অফিসে IV-50/2008 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **সেখ সমিরউদ্দিন** পিতা সেখ আব্দুল রহিম, সাকিম-গ্রাম সুরৎসিংপুর, পোঃ কাঁকড়াকুলী, থানা ধনিয়াখালী, জেলা হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **শ্রী আয়ূষ ঘোষ** পিতা প্রসুন ঘোষ সাকিম ও পোঃ ঘোষলা, থানা গুড়াপ, জেলা হুগলী এ.ডি.এস.আর ধনিয়াখালি অফিসে 10/10/2018 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-3138/2018 নং দলিল মূলে খরিদ করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা গুড়াপ, মৌজা ঘোষলা, জে.এল.-134, হাল এল. আর 105 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 459 দাগে ডোবা জমি ষোল আনায় 32 শতকের মধ্যে 03 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত খরিদা জমি আমার নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী অফিসে আবেদন করিয়াছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী আয়ূষ ঘোষ**
ক্রেতা

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী সমীর কুমার পাল ও ২)শ্রী আশীষ পাল উভয়ের পিতা ৺অনিল কৃষ্ণ পাল উভয়ের সাকিম হাসিমপুর, পোঃ ও থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712501 বিগত ইং- 07/12/2015 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর- অফিসে IV-0529/2015 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সুরজিত চন্দ** পিতা শ্রী রণজ্ত চন্দ, সাকিম- শ্রীপুর বাজার, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712514)ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি হুগলী ডি.এস.আর-I অফিসে 22/07/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-6180/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী কমল দত্ত** পিতা প্রশান্ত কুমার দত্ত সাকিম কালিয়াগড়(রবীন্দ্রপল্লী), পোঃ ও থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712501 মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা কালিয়াগড়, জে.এল.-107, হাল এল. আর 496 ও 497 খতিয়ানে, সাবেক 61 তথা হাল 48 দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় 68 শতকের মধ্যে 2.47 শতক বা 1.5 কাঠা, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রী কমল দত্ত পিতা প্রশান্ত কুমার দত্ত উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী সুরজিত চন্দ**
আমমোক্তার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)মহঃ রফিক ২)মহঃ জিয়াদ আলি ৩)মহঃ নূর ইসলাম ৪)মহঃ সামসের আলি সকলের পিতা মরহুম মহঃ কোরবান আলি সর্ব সাকিম রামেশ্বরপুর, পান্ডুয়া, হুগলী **৫) মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন(বিবি)** স্বামী সামসুদ্দিন পিতা মরহুম মহঃ কোরবান আলি সাকিম নওপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী বিগত ইং- 18/11/2013 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I অফিসে IV-334/2013 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**মহঃ হাফিজউদ্দিন** পিতা মরহুম মহঃ কোরবান আলি, সাকিম- রামেশ্বরপুর, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 19/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে **১) মোঃ আলিমা বেগম** স্বামী সেখ গোলাম মোস্তাফা সাকিম তাড়াল, আরামবাগ, হুগলী-712413 মহাশয়াকে I-0269/2024 নং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে ও **2) মোঃ মাসুমা বেগম** স্বামী সেখ গোলাম আম্বিয়া সাকিম তাড়াল, আরামবাগ, হুগলী-712413 মহাশয়াকে I-0270/2024 নং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা রামেশ্বরপুর, জে.এল.-87, হাল এল. আর 29 খতিয়ানে, সাবেক 908 তথা হাল 973 দাগে ভিটি ষোল আনায় 12 শতকের মধ্যে 0.37 শতক, সাবেক 910 তথা হাল 97 দাগে ভিটি ষোল আনায় 2 শতকের মধ্যে 1.69 শতক, সাবেক 911 তথা হাল 976 দাগে বাঁশবাগান ষোল আনায় 21 শতকের মধ্যে 20.85 শতক ও সাবেক 906 তথা হাল 971 দাগে ভিটি ষোল আনায় 54 শতকের মধ্যে 02 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মোঃ আলিমা বেগম** স্বামী সেখ গোলাম মোস্তাফা ও **মোঃ মাসুমা বেগম** স্বামী সেখ গোলাম আম্বিয়া উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহঃ হাফিজউদ্দিন**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনে কোনদিন কোন দাগ লাগতে দেননি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং জনৈক অভিজ্ঞ কমিউনিস্ট নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৮ই আগস্ট ২০২৪ সকাল বেলায় কলকাতার পাম অ্যাভিনিউতে তাঁর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অসুস্থতার জন্য শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালীন সময়ে স্ত্রী মীরা ও একমাত্র সন্তানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বুদ্ধবাবু। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি মহম্মদ সেলিম বলেছেন, সকাল আটটা কুড়ি নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর দেহ কোনও মেডিক্যাল কলেজকে প্রদান করা হবে। রাজনীতি বাদ দিলেও তার ব্যক্তিজীবনে সারাটা জীবনে কোনও কলঙ্কের দাগ লাগে নি। যে কারণে তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেয়েছিলেন এবং প্রিয় মানুষ ছিলেন। ২০০০ সালে জ্যোতি বসু শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি টানা ২৪ বছর যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ উত্তর কলকাতায়। পিতার নাম ছিল নেপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষপুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তিনি। ১৯৬১ সালে কলকাতার শৈলেন্দ সরকার বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। স্কুল জীবনে এন সি সি-তে যোগদান করেছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হন। সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পরে সিপিআইএম পলিট ব্যুরোর সদস্য হয়েছিলেন। ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে শুরু হওয়া জীবন নতুন দিক পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পর।২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিত্ব পদে থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শিল্পায়নের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং পাশাপাশি জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক হন যা পরবর্তীকালে যুব ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া বলে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মন্ত্রিসভার তথ্য ও সংযোগ বিভাগের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এই বিভাগটি তথ্য এবং সংস্কৃতি বিভাগ নামে পরিচিতি লাভ করে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা নিপাট ভদ্রলোকটি ছিলেন সিনেমা কবিতা ও সাহিত্যের প্রবল অনুরাগী। ব্রেটোল্ট ব্রেখট এর কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন তিনি। তবে তিনি গুণের অধিকারী হওয়া সত্বেও কখনো নিজের প্রতিভার প্রচার করেনি। ২০২২ সালে এনডিএ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পদ্মভূষণ পুরস্কার তিনি সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দীর্ঘ পাঁচটি বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। যার ফলেই তিনি অসুস্থ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১১ বছর মুখ্যমন্ত্রীর পদে ছিলেন তিনি। রাজনীতি ছাড়াও তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। প্রতি বছর ব্রিগেডে তার বক্তব্য শুনতে ভিড় করত বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর লোকজন। গমগম করে উঠত ব্রিগেড চত্বর। পশ্চিমবঙ্গে ২৩ শে শ্রাবণটি এক চির স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে তার একমাত্র কারণ এই দিন আপামর বাঙালি এক সৎ ব্যক্তিত্ব পরায়ন এবং চরিত্রবান ব্যক্তিকে হারালেন।

অসহায় মহিলাদের স্বনির্ভরতার পাঠ রাইজিং ভয়েস ফাউন্ডেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সাংসারিক হিংসার শিকার হওয়া মহিলাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে হাওড়ার রাইজিং ভয়েস ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। হাওড়ার এই প্রতিষ্ঠানের ২০ জন অসহায় মহিলাকে স্বনির্ভর করে তুলতে পাট থেকে উৎপন্ন হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হল আইসিএআর ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ ন্যাচারাল ফাইভার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির উদ্যোগে। ১০ দিনের এই কর্মশালায় আইসিএআর-এর অধিকর্তা ডঃ দিনেশ বাবু সাকওয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের উৎসাহিত করেন এবং ভবিষ্যতে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। সংস্থার বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টর সমীর বরণ রায় সকলকে পাটজাত হস্তশিল্পের ব্যবসা সম্পর্কে অবহিত করেন। রাইজিং ভয়েস ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট মৌমিতা দাসের তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

বালিগঞ্জ ২১ পল্লীর অভিনব 'খুঁটি পূজা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: খুঁটি পুজো দিয়ে দেবী আগমনের সূচনা হয়ে গেল বালিগঞ্জ ২১ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির। ৪ঠা অগস্ট কাঠের খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে ২০২৪ এর দুর্গা পুজোর প্যান্ডের তৈরির সূচনা হল। ওই দিনটিতে মিরান্ডা হাউসের ছোট ছাত্র ছাত্রীদের 'অম্বানি পরিবার' সদস্য হিসেবে সাজানো হয় এবং তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে চমকপ্রদভাবে অনুষ্ঠান শেষ হয়। মিরান্ডা হাউসের কোঅর্ডিনেটর শুব্বি ট্যান্ডন বলেন, 'শিশুরা এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।' অভিভাবকরা জানান, 'আমাদের শিশুরা আনন্দিত এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে।' ডাক্তার কুন্তল চ্যাটার্জী সকলকে সুখী এবং স্বাস্থ্যবান ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানান। উপস্থিত ছিলেন দেবাশীস কুমার।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে জামুরিয়ায় শোক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং জামুরিয়া শিল্পাঞ্চলের রূপকার কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য আজ চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে আজ তার স্মরণে

কোথাও মৌন মিছিল এবং কোথাও মিছিল বের করা হয়। পাশাপাশি জামুরিয়াতেও বের হয় এক মিছিল। মিছিলটি জামুরিয়া স্টেট ব্যাংক থেকে শুরু করে জামুরিয়া থানা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ জন মানুষ এই মিছিলে পা মেলায়। উপস্থিত ছিলেন মনোজ দত্ত, তাপস কবি, বুদ্ধদেব রজক, সুমিত কবি, বিকাশ যাদব, কলিমুদ্দিন আনসারী, উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, দিলীপ বাউরী প্রমুখ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৯ অগস্ট ২০২৪ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার

বিদায় কমরেড...

বুদ্ধদেবের শায়িত দেহ নিজের হাতে ধরলেন সৃজন ভট্টাচার্য।

স্বামী প্রয়াণে শোকে বিহ্বল স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য।

বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন একমাত্র সন্তান সুচেতন।

অনেক ক্ষতি হল: বিমান বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাম রাজনীতিতে সমার্থক ছিলেন বুদ্ধ-বিমান। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজনীতির ময়দানে একসময় লড়াই করেছেন তাঁরা। অসুস্থতার কারণে গৃহবন্দি হয়ে যাওয়ার পরও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে যেতেন বিমান বসু। ফোনে কথা না বলে বাড়িতে গিয়েই কথা বলতে পছন্দ করতেন বিমান। বৃহস্পতিবার সকালে চলে গেলেন সঙ্গী বুদ্ধবাবু। 'বন্ধু' চলে যাওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভারাক্রান্ত বিমান বসু।

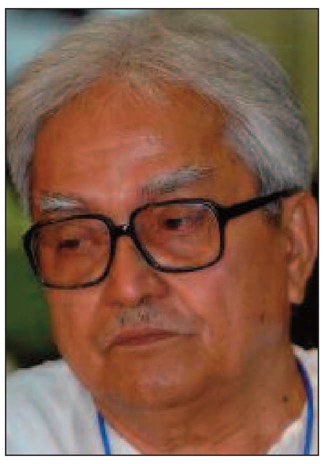

এদিন সকালে বিমান বসু জানান, তাঁর কাছে খবর যায় বুদ্ধদেববাবুর শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তিনি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এ কথা শুনেই পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে যান তিনি। এরপর বুদ্ধবাবুর মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর বিমান বসু শুধু বলেন, 'অনেক ক্ষতি হল। দীর্ঘদিন মানুষের স্বার্থে কাজ করেছেন। দলের জন্য কাজ করেছেন।'

সাংবাদিক হিসেবে স্নেহ ও সহযোগিতা পেয়েছি: কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বাংলা। স্মৃতিচারণা করছেন একের পর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বৃহস্পতিবার খবর পাওয়ার পরই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বুদ্ধদেবের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে শোকজ্ঞাপনের পাশাপাশি স্মৃতিচারণও করতে দেখা যায় কুণালকে। এদিন বুদ্ধদেব সম্পর্কে কুণালের বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। কুণাল বলেন, 'সঠিক ভাবনা, ভুল পদ্ধতির ট্র্যাজিক নায়ক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।' এর পাশাপাশি কুণাল নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যে স্নেহ, সহযোগিতা পেয়েছি, তা ভরা থাকবে স্মৃতিসুধায়। সঠিক ভাবনা,

ভুল পদ্ধতির এক ট্র্যাজিক নায়ক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় থাকবেন তিনি। প্রণাম তাঁকে।' প্রয়াত বুদ্ধবাবুর পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানান কুণাল।

আপাদমস্তক বাঙালি ভদ্রলোক, অত্যন্ত সৎ মানুষ: শীর্ষেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাম জমানার দ্বিতীয় ও শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জীবনাবসান। বুদ্ধবাবুর প্রয়াণে শেষ হল একটা অধ্যায়ের। নস্ট্যালজিক, শোকস্তব্ধ গোটা বাংলা। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জানালেন তাঁর আবেগঘন মুহূর্তের কথা। বুদ্ধবাবু অত্যন্ত ধূমপান করতেন। আর সেই বিষয়টা যে একেবারেই শীর্ষেন্দুবাবুর পছন্দ ছিল না তা এদিন অকপটেই জানান তিনি। এরই রেশ ধরে শীর্ষেন্দুবাবু বলেন, 'ভীষণ সিগারেট খেতেন। সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। এত সিগারেট খাওয়াটা আমার খুব একটা পছন্দ হত না।' একদিন সামনাসামনি হয়েছিলেন বুদ্ধবাবুর। সেই প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু বাবু বলেন, 'আমি দেখেছিলাম, হাতটা একটু কাঁপছে। ইচ্ছা ছিল বলি তাঁকে, যে এত সিগারেট খাবেন না, কিন্তু সেটা বলতে সাহস পাইনি। তারপর দেখলাম সিওপিডি-তে ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। আপাদমস্তক একজন বাঙালি ভদ্রলোক। অত্যন্ত সৎ মানুষ।'

বুদ্ধদেবের মৃত্যুতে শোকের ছায়া সাংস্কৃতিক জগতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুদ্ধদেবের প্রয়াণে মন খারাপ আপামর বাঙালির। দীর্ঘ কয়েক দশকের রাজনৈতিক জীবন কাটিয়ে অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন এবং বাম জমানার শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একজন অভিজাত, রুচিশীল, সৎ তথা সংস্কৃতিমনস্ক রাজনীতিককে হারিয়ে রং-দল নির্বিশেষে শোকাহত সকলে। বুদ্ধদেবের প্রয়াণে ভারাক্রান্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের কলাকুশলীরা। বুদ্ধদেব বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে স্যালুট জানালেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে দেব মনে করালেন একজন 'প্রকৃত নেতার' তথা একজন রুচিশীল প্রকৃত ভদ্রলোকের কথা। 'শান্তিতে ঘুমোন আপনি', লিখলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'একজন সত্যিকারের ভালো গুনী মানুষ চলে গেলেন। ভালো থাকবেন। বুদ্ধবাবুর পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর

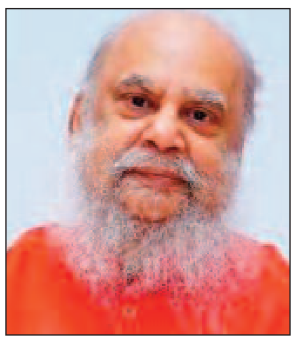

মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতে দেখা গেল টলিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। একজন স্তম্ভ চলে গেল। অনেকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। একদিন হাসপাতালে দেখতেও গিয়েছিলাম। আজ খুবই মনে পড়ছে ওই দিনটা যেদিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এসেছিলেন আমার বিয়েতে এবং আমাকে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। আসলে এই সব মানুষরা বিরল, তাঁদের ত্যাগ, মানসিকতা, শিক্ষা আমাদের সমাজকে সবসময়েই উর্বর করেছে। আমাদের অনেক বেশি আলোকিত করেছে। আজকে ওঁনার মতো একজন শিক্ষিত মানুষ আজ আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেলেন ঠিকই কিন্তু যা উনি রেখে গেছেন, যা যা অবদান উনি করে গেছেন আমাদের সবার জন্য, সেটা আমাদের কাছে বিশাল প্রাপ্তি। একজন ডেডিকেটেড, কমিটেড সৈনিককে আমি স্যালুট জানাচ্ছি, যিনি বহু কিছুই তৈরি করে গেছেন সকলের জন্য। ওনাকে প্রণাম এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা সবসময় ওনাকে মনে রাখব। সবকিছুর মধ্যেই উনি আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।' অন্যদিকে, বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় ফিরে এল 'মুখ্যমন্ত্রী, সংস্কৃতিমনস্ক' বুদ্ধদেবের কথা। সিনেমা কিংবা টেলিফিল্ম পছন্দ হলে কীভাবে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতেন, পাশাপাশি কাজ খারাপ লাগলে কখনও প্রকৃত শুভকাঙ্ক্ষীর মতো সমালোচনা করতেও পিছপা হতেন না। বরং মুখের উপরই বলে দিতেন, 'অখাদ্য ছবি হয়েছে।' ধুতি-পাঞ্জাবিতে কতটা সাদামাটা মানুষ ছিলেন, সেকথাও উঠে এল রূপার স্মৃতিচারণায়।

এদিন বুদ্ধবাবুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। বরাবরই শাসক দল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিতি চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। বিশেষত নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় সিপিএমের বিরোধিতায় যে বুদ্ধিজীবীরা পথে নেমেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শুভাপ্রসন্ন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে আক্রমণ করতে গিয়ে একাধিকবার কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করতেও শোনা গিয়েছিল তাঁকে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই বুদ্ধবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে গেলেন শিল্পী। শুভাপ্রসন্ন এদিন বলেন, 'ওঁর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আমাকে উনি ভালবাসতেন। অনেক বিষয়ে আমরা কথা বলতাম। মতের দূরত্ব থাকলেও বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাঁর সঙ্গে।' কথা বলতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় তাঁর। কেঁদে ফেলেন শুভাপ্রসন্ন। বলেন, 'এমন সৎ মানুষ দেখা যায় না। এই সততার কোনও তুলনা নেই।'

বুদ্ধদেবের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সঙ্গীত জগত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বাংলা। আজীবন সংস্কৃতি মনস্ক ছিলেন বুদ্ধদেববাবু। তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত বাংলা ব্যান্ড 'ক্যাকটাস'-এর গায়ক সিধু। শোকপ্রকাশ করেন গায়ক নচিকেতাও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ নচিকেতা বলেন, 'ওঁনার সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। অনেক বিষয়ে আলোচনা করতাম। ওনাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। মানুষ হিসেবে খুবই সৎ ছিলেন। আমার একটা গান আছে 'আদিত্য সেন'। আজ এক আদিত্য সেন চলে গেলেন।' নচিকেতার রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হলেও বরাবরই বুদ্ধবাবুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট। শোকস্তব্ধ সিধুও জানান, 'বুদ্ধবাবু চলে যাওয়াটা সত্যি সত্যি দুঃখের। যদিও ওঁনার বয়স হয়েছিল, উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এমন একটা সময় তো চলে যেতেই হয়। তবে ওনাকে আমি সারা জীবন মনে রাখব, বাঙালি সব সময় মনে রাখবে, কারণ একজন শিক্ষিত প্রশাসক, একজন রুচিশীল, শিল্পবোধ সম্পন্ন প্রশাসক হলে সাধারণ মানুষের মনে এক অন্যরকমের আত্মবিশ্বাস থাকে। আমি শিল্পী, যতক্ষুদ্রই হই না কেন, আমি এক অন্যরকমের আত্মবিশ্বাস পেতাম, যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনিও রুচিশীল, তিনিও শিল্পবোধ সম্পন্ন এমন একজন ভদ্রলোক। অনেক দূর্নীতি নিয়ে সারা ভারতের নেতাদের প্রতি আঙুল তোলা হয়, তবে বুদ্ধদেববাবুর ক্ষেত্রে এমন আঙুল তোলার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি কোনওদিন। এমনই এক প্রশাসক তিনি ছিলেন, সেই সময়টা আমরা উপভোগ করেছি। সেজন্য ওঁনাকে সারা জীবন মনে রাখব।'বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ রূপঙ্করও। রূপঙ্কর জানান, 'খুবই খারাপ লাগছে। ওনার মৃত্যু খুব দুঃখজনক। শেষ জীবনটা খুবই কষ্টের। একজন প্রকৃত মানুষ ছিলেন। আমার কাছে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম সেরা নেতা ছিলেন। সে জায়গা থেকে খুবই দুঃখজনক। নিজে যে জীবন যাপন করেছেন, সেটা ভীষণই সাধারণ মানের। সেটা আমরা সব সময় আদর্শ রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেখতে পাই, দেখতে চাই অন্তত। সে জায়গা থেকে ওনার প্রতি আগাধ শ্রদ্ধা আছে আমার।

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক মেয়র ফিরহাদ হাকিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার মুখেই শহর কলকাতা জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার মতো মশা বাহিত রোগের প্রকোপ। মশা বাহিত রোগের বাড়বাড়ন্তে শহরে একজনে মৃত্যুও হয়েছে। আর তা কপালে ভাঁজ ফেলেছে কলকাতা পুরসভার। এরপরই ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় রূপরেখা ঠিক করতে বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতা পুরসভায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এই বৈঠকে, কলকাতা পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে সমস্ত স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার পুরো কমিশনার-সহ বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ কর্তারা।

শহরের কোন কোন এলাকায় এই মুহূর্তে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে এবং সেই সমস্ত এলাকায় কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কলকাতায় ইহুদি ঐতিহ্য মেনে ব্যবসা নাহুমের

সত্যব্রত কবিরাজ

শরতের দুর্গাপুজোর হইচই শেষে হেমন্তের শিশির ভেজা হালকা শীতের আমেজ আরও গাঢ় হয় আরামদায়ক রোদ্দুর নিয়ে ডিসেম্বরের বড়দিনের উৎসবের দিনগুলিতে। উৎসব হুজুগে কলকাতার মানুষ শীতের বেলার যাবতীয় সুস্বাদু খাদ্যগুলির স্বাদ নিতে কসুর করত না। এখনও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। বড়দিনের কেক-এর সব বিখ্যাত দোকানগুলির অনেকগুলিই বর্তমানে হারিয়ে গিয়েছে। তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে নানান কারণে। পরিবর্তে এসেছে নতুন সব দোকান বা সংস্থা। ব্যতিক্রম, কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় নিউ মার্কেটের শতাব্দী প্রাচীন নাহুম। যার অস্তিত্ব টিকে রয়েছে এখনও। নাহুমের কেক বড়দিনের এক বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে বজায় রেখেছে তার ঐতিহ্য। যদিও সারা বছরই তাদের তৈরি কেক বিক্রি হয়। আগের মতোই খাদ্যের মান বজায় রাখার কারণে এখনও এর জনপ্রিয়তা এতটুকুও কমেনি।

১২২ বছরের এই সংস্থা এখনও সুনামের সঙ্গে কেক এবং অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে আসছে তাদের নিজস্ব বেকারিতে। বাগদাদের ইহুদি নাহুম ১৯০২ সালে প্রথম তাঁর বেকারি স্থাপন করেন। ১৯১৬ সালে কলকাতার নিউ মার্কেটে নাহুম তাঁর বেকারিতে তৈরি খাদ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য দোকান খোলেন। মুরগির মাংসের বিশেষ অংশ দিয়ে তৈরি হত নানা সুস্বাদু খাবার। সেগুলি সরবরাহ করার জন্য বিশেষ পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্ভর করা হত। বংশ পরম্পরায় তারাই এতদিন পর্যন্ত মুরগির সংশ্লিষ্ট মাংস জোগান দিয়ে এসেছেন নাহুম কনফেকশনারির বেকারিতে। কিন্তু তাতেও ছেদ পড়েছে নতুন প্রজন্মের অনীহার কারণে। তাই নাহুম কনফেকশনারিতে আর কোনও মুরগির মাংসের সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছে। নাহুম এর বর্তমান মালিক আদম নাহুম-নাহুমের পত্তনকারী মরডেকাই এর প্রপৌত্র। তিনি এখন ইজরায়েলে বাস করছেন। নাহুম বেকারিতে তৈরি বিস্কুট, ব্রাইনিজ, মারজিপানফিউজ কেক, রিচ পাম কেক,ফিস প্যান্থার, মিনসড পাই টার্ট, লেমন টার্ট, চিজ পাফ, আমন্ড প্যাস্ট্রি, আমন্ড রিং, গার্লিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পাউরুটি গ্রাহকরা তাদের রুচি মতো সংগ্রহ করেন। তবে ইহুদিদের নিয়মনীতি মেনে মুরগির মাংসে যে বিশেষ খাবার তৈরি হত তা আর পাওয়া যাবে না। ইহুদিদের নিয়ম আচরণীয় নিয়ম নীতি মেনে এখন থেকে শনিবার তাদের দোকান বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও রবিবার কলকাতা নিউ মার্কেটের সব দোকান বন্ধ থাকে। কিন্তু নাহুম সেই নিয়মের মধ্যে তাদের দোকানকে বেঁধে রাখতে চান না। রবিবার কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলা থাকে। তাদের সঙ্গে নাহুমও তাদের দোকান খোলা রাখবে। ইহুদিদের নববর্ষ রাসহাশানাহ এবং ইহুদিদের অন্যান্য ছুটির দিনগুলিতেও তাদের দোকান বন্ধ রাখার মনস্থ করেছে। নাহুমের প্রতিষ্ঠাতা আদম বছরে দু'বার করে কলকাতায় আসেন। দেখে যান ব্যবসায়ীক হাল হকিকত।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ হোক বা ভারত; শিক্ষার মূল্যকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, রাস্তায় পুলিশের গুলি, লাঠিচার্জ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বহু মানুষের। সরকারি হিসাবের বাইরেও ঝরেছে আরও অনেক প্রাণ। ফাঁকা হয়ে গিয়েছে অনেক মায়ের কোল। এই সকলের মূলে 'সংরক্ষণ'। মেধার মাধ্যমে নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরেরাই যেন ভোগ করবে সকল অধিকার। শিক্ষার যখন মানসম্মান ধূলিসাৎ, তখন কিছু শিক্ষিত পড়ুয়া এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে পুলিশ তাদেরই উপর গুলি চালায়। শোনা যাচ্ছে, কোথাও কোথাও গরম জলও নিক্ষেপ করা হয়েছে বিক্ষোভকারীদের উপর। এমনকি এমনও অভিযোগ উঠেছে, বিক্ষোভকারীদের সাহায্যের নামে পানীয় জলের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘুমের ওষুধ। তবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের পড়ুয়া নয়, রাস্তায় নেমেছিল হাই স্কুলের ছাত্ররাও। আর কত বার বাংলাদেশের রাস্তা পড়ুয়াদের রক্তে ভিজবে? যখন পড়ুয়াদের উপর, ভবিষ্যৎ-কান্ডারিদের উপর নির্বিচারে গুলি চলল, তখন বাংলাদেশের বাইরে থেকে এল না কেন কোনও সাহায্য? কেউ কোনও কথা বলল না কেন মানবাধিকার নিয়ে? অন্যান্য দেশের মতো ভারতও কেন চুপ করে রইল? এ দেশ কি ও দেশ, শিক্ষিত যুবকরা কোথাও পাচ্ছে না শিক্ষার মূল্য, পরিশ্রমের মূল্য, তাদের আর্তনাদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো মেলে না কাউকে। এ ভাবেই আবার মায়ের কোল শূন্য হয়, নিরীহ মানুষের রক্তে রাস্তা রক্তিম হয়ে ওঠে, এক দিন ঝিমিয়ে পড়ে আন্দোলন, অন্যায়ের বিচার পায় না সাধারণ মানুষ। এই আন্দোলনে যাদের প্রাণ গেল, সেই মানুষগুলোর রক্ত যাতে বিফলে না যায়, তার জন্য আসুক আন্তর্জাতিক সমর্থন। শিক্ষাকে বাঁচাতে রব উঠুক সে দেশের সমাজের সকল স্তরে। ভারতেরও এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, পড়ুয়ারা অনেক বদল আনতে সক্ষম। সংবাদপত্র বা সমাজমাধ্যমের সাহায্যে এখন হয়তো অধিকাংশেরই জানা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে আন্দোলনরত ছাত্রদের। তাদের দাবি মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সংসদ ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানের নাম ঘোষণা করেছেন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুস হচ্ছেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

শব্দবাণ-১১

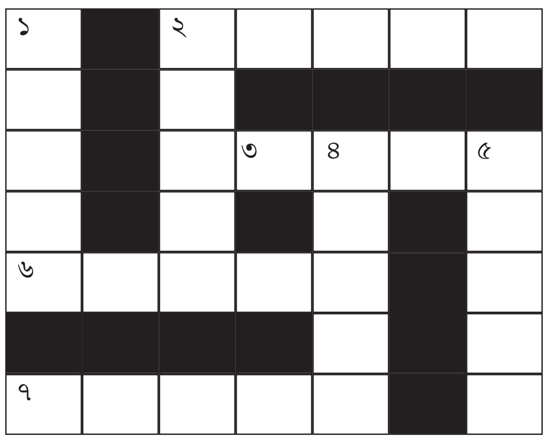

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সেতারবাদকের মেজরাপ ৩. আত্মচরিত ৬. অত্যন্ত শক্ত ৭.তাড়াতাড়ি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.পল্লবের মতো কোমল চরণ ২. মেষপালক ৪.অশ্রু, চোখের জল ৫. তিথি অনুযায়ী বিহিত কাজ করা।

সমাধান: শব্দবাণ-১০

পাশাপাশি: ১. অভীক ২. সুবিধা ৫. নিত্যতা ৮. বখেড়া ৯. গরজ।

উপর-নীচ: ১. অঞ্চল ৩. ধাতানি ৪.প্রত্যন্ত ৬. আদব ৭. শাবাজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

দীপা কর্মকার

১৯৫২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমীর পুততুন্ডুর জন্মদিন।
১৯৯৩ বিশিষ্ট জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের জন্মদিন।
১৯৯৩ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় প্রীতম কোটালের জন্মদিন।

চির ঘুমের দেশে কমরেড

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছের মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন ওঁরা, স্মৃতিচারণ করলেন **অশোক সেনগুপ্ত**র কাছে।

স্বজনও বোধ হয় ওর মতো করে পাশে দাঁড়ায় না: **ডঃ পবিত্র সরকার**

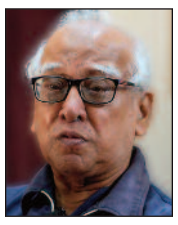

আজ থেকে অন্তত ৬২ বছর আগের কথা। মেদিনীপুরে বড় সভা। সেখানেই প্রথম আলাপ বুদ্ধর সঙ্গে। ছাত্র ফেডারেশন করতাম। এম এ পাশ করেছি। বুদ্ধ ছাড়াও অসীম- বিমান- অনিল- শ্যামল, মানে পরবর্তীকালে যাঁরা সিপিএমের হাল ধরছিলেন, প্রায় সকলেই ছোট। ওঁদের কাছে আমি 'দাদা' তখন থেকেই।

স্মৃতিচারণ করছিলেন প্রবীন শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র সরকার। সাত বছর ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এ ছাড়াও উচ্চ শিক্ষা সংসদের সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ত্রিপুরার উপজাতি কমিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি অন্তত এক ডজন অলঙ্কার পবিত্রবাবুর মুকুটে। বললেন, 'এসবের নেপথ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অনেকটাই ছিল বুদ্ধ। ২০০৪-০৫ নাগাদ আমাকে ঘিরে একটা বিতর্ক তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। জ্যোতি বসু আর বুদ্ধ চিনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে।'

পবিত্রবাবুর কথায়, ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় গিয়েছিলাম ১৯৬৯-এ। বুদ্ধ তখন ছাত্রনেতা। '৭৫-এ যখন ফিরলাম বুদ্ধ তখন অনেক পরিণত। '৭৭-এ হলো রাজনৈতিক পালাবদল। প্রথম থেকেই সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গণে ছিলো বুদ্ধর অবাধ বিচরণ। কান্তি বিশ্বাস, প্রভাস ফদিকার; এঁরা বিভিন্ন সময়ে শিক্ষামন্ত্রী হলেও বুদ্ধ ছিল প্রেরণার শক্তি।

৮০-তে চলে গেল ও। অসুস্থ ছিলো। তবু অকালমৃত্যুই বলবো। আমি ৮৮-তেও রয়ে গিয়েছি। স্বজনকে হারালাম বলবো না। স্বজনও বোধ হয় ওর মতো করে পাশে দাঁড়ায় না।'

কখনও আইনের উর্দ্ধে উঠতে বলেননি: **প্রসূন মুখোপাধ্যায়**

'সম্ভবত ১৯৮০ সাল। কলকাতার পুলিশ কমিশনার তখন নিরুপম সোম। আমি ডিসিডিডি (টু)। একদিন তিনি লালবাজার থেকে আমাকে নিয়ে এলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে। বললেন, তওকে দিয়ে গেলুম। যখন যা লাগবে এ করে দেবে।' সেই প্রথম আলাপ বুদ্ধবাবুর সঙ্গে।'

স্মৃতিচারণ করছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার, রাজ্যের প্রাক্তন অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল, সিএবি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাথলিটিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি প্রসূন মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপের প্রেক্ষিত জানাতে গিয়ে এই প্রতিবেদককে বললেন, 'ওই সময়ে ক্যালকাটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হতে যাচ্ছিল। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসাবে পুরো দায়িত্ব ওনার। আইনশৃঙ্খলা, টিকিটের কালোবাজারি; এ সবের একটা আশঙ্কা ছিল। নন্দন-এর বৈঠকগুলোয় নিয়মিত যেতে হতো। দেখতাম কী অসম্ভব নিষ্ঠা নিয়ে দেখভাল করছেন! আমিও আমার সবটা দিয়েছিলাম। কোনও সমস্যা হয়নি ওই উৎসবে।'

প্রসূণবাবু বলেন, 'এর বছর দুই বাদে বিধানসভা ভোট। রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কাশীপুর। কংগ্রেসের দুঁদে প্রার্থী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (শতবাবু)। বিরুদ্ধে বাম প্রার্থী বুদ্ধবাবু। মাস দুই আগে আমি কলকাতা পুলিশের ডিসি (নর্থ)-এর দায়িত্ব নিয়েছি। একদিন উনি মহাকরণে ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন এলাকাকে, এলাকার গুণ্ডাদের কতটা চিনেছি। উত্তর দিলাম। বললেন, তচিৎপুর থানার কাছে কাশীপুর বিদ্যালয়ে ছ'টা বুথে ওরা ভোট দিতে দেয়নাদ। জানতে চাইলেন, সতর্কতামূলক গ্রেফতার করা যায় কিনা। আমি বললাম, 'ওটায় আমি রাজি নই। যে ঝামেলা করবে ধরবো'। উনি বললেন, ওখানে সকাল থেকে বসে থাকবেন টুল নিয়ে। আমি আপত্তি জানালাম। বললাম, 'না। ওই কাজ আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনি পার্টি অফিস থেকে খবর নেবেন। আস্থা রাখুন পুলিশের ওপর।'

গণ্ডগোল হল। আমি সিপিএমের ছ'জনকে ধরলাম। ওরাই ঝামেলা করেছিলো। ওসি আমাকে বললেন, 'স্যর এই এই ধরা নিয়ে কিন্তু সমস্যা হবে'! জবাবে বললাম, 'সে আমি বুঝে নেবো'। এর পর সন্ধ্যার পর হইচই। সিপিএম ভেবেছিলো, ওরা ক্ষমতায়। পার পেয়ে যাবে! চিৎপুর থানায় গিয়ে স্থানীয় নেতারা দলবল নিয়ে ঝামেলা শুরু করলেন। ওখানে আমার ডাক পড়ল। রাত প্রায় ১১টা। আমি বুদ্ধবাবুর ফ্ল্যাটে গেলাম। অতো রাতে আমাকে দেখে চমকে গেলেন। থানার ঘটনাটা জানিয়ে ওনাকে বললাম, 'স্যর আপনাকে বলেছিলাম যে গণ্ডগোল করবে, তাকেই ধরব। কোনও ভুল করিনি।' উনি বললেন, তঠিক আছে দেখছি।' সোজা চলে এলাম চিৎপুর থানায়। এসে দেখি সব ফাঁকা। ওসি-র কাছে জানলাম, একটা ফোন এলো তাঁর ঘরে বসে থাকা বিক্ষোভকারী এক নেতার কাছে। তার পরেই সব গুটিগুটি সরে পড়ল। আমি যা বোঝার বুঝে গেলাম। এই ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

প্রসূনবাবু বললেন, 'সেই নির্বাচনে ৭০০ ভোটে শতবাবুর কাছে হেরে গেলেন বুদ্ধবাবু। চারদিক থমথমে। এক পুলিশকর্তা আমাকেই দুষলেন ভোটের এই ফলের জন্য। বেশ ক'দিন বাদে আমি গেলাম বুদ্ধবাবুর ফ্ল্যাটে। বললাম, 'খারাপ লাগছে। দুঃখিত'। উনি বললেন, 'আপনি আপনার কাজ করেছেন। ভোট করানোর এবং ফল নিয়ে ভাবার কাজ আমাদের। শতবাবুর ইলেকশন মেশিনারির কাছে আমরা পারিনি। আপনি ভাবছেন কেন?' শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। অন্য অনেক ক্ষমতাবান রাজনীতিক হলে আমাকে বদলি করে দিতেন। উনি করেননি।

প্রসূনবাবু বললেন, 'এর পর নানা সময়ে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কখনও আইনের উর্দ্ধে উঠতে বলেননি। ছোট ছোট অনেক স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। আমার চেয়ে বছর ছয়ের বড় ছিলেন। কিন্তু বুঝতেন অনেক কিছু। অবশ্যই খারাপ লাগছে এরকম একজনের প্রয়াণে। প্রণাম জানাই বুদ্ধবাবুকে'।

আমার ক্ষতি করতে পারতেন, করেননি: **মিহির গঙ্গোপাধ্যায়**

'কাজের সূত্রে বুদ্ধদেবকে চিনতাম। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন। ভদ্রলোকও। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়েছেন। তা দিয়ে অন্তত আমার ক্ষতি করতে পারতেন। করেননি।' প্রতিক্রিয়ায় জানালেন পশ্চিমবঙ্গের জীবিত প্রবীনতম রাজনৈতিক সংবাদদাতা মিহির গঙ্গোপাধ্যায়।

মিহিরবাবু জানালেন, 'দু'টি ঘটনা মনে পড়ছে। সম্ভবত ১৯৮২-র ৩০ এপ্রিল বালিগঞ্জের বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীদের হত্যাকাণ্ড। 'যুগান্তর' ছিল খুব নামী বাংলা দৈনিক। তাতে 'প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ' নামে সাপ্তাহিক কলম লিখতাম। তাতে সিপিএমকে দায়ি করে লিখেছিলাম। সরাসরি তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, ঠিক লেখেননি। ঘটনার অন্য দিক আছে। রাইটার্সে এসে ফাইল দেখে যান।

এর পর '৮৪ নাগাদ কলকাতায় বিধাননগরে হলো সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। সেই উপলক্ষ্যে ব্রিগেডে সমাবেশ। সেই দিনই সাপ্তাহিক কলমে বোধ হয় হোল টাইমারদের সম্পর্কে বিরূপ কিছু লিখেছি। মঞ্চে আরও অনেক নেতার সঙ্গে বুদ্ধদেবও ছিলেন। তিনি হঠাৎ সেখান থেকে নেমে হনহন করে প্রেস এনক্লোজারের দিকে ধেয়ে এলেন। আমার সামনে দাঁড়ালেন। হাসতে হাসতে বললেন, খুব খারাপ। জেনে রাখুন, সিপিএম রাস্তা থেকে ভিখিরি তুলে এনে হোল টাইমার করে না। বুঝলেন?'

তিনি সরাসরি আমাকে এ সব না বলে তরুণকান্তি ঘোষের কাছে নালিশ করতে পারতেন। তিনি ছিলেন 'যুগান্তর'-এর কর্ণধার। আমার কলম হয় তো বন্ধ হতো। ক্ষমতা থাকতেও তিনি তা করেননি। এসব তাঁর মহত্বের পরিচয়।

আমার এখন ৮৫। বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোটো ছিলেন। ওঁকে বুদ্ধ বলে ডাকতাম। তবে বরাবর আমার শ্রদ্ধা পেয়েছেন। তাঁর জীবনাবসান বড়ই দুঃখের।'

শিক্ষণীয় থাকবে জীবনভর: রবীন দেব

'তাঁর সমস্তটাই উজার করে দিয়ে গেছেন বাংলার মানুষকে। সেসব শিক্ষণীয় থাকবে জীবনভর'। সংক্ষেপে এটাই ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর প্রয়াণের পর সিপিএম নেতা রবীন দেবের প্রতিক্রিয়া।

বুদ্ধবাবুর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই প্রচারমাধ্যমের ফোন রবীনবাবুর কাছে। দেড় দশকের ওপর সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছাড়াও বুদ্ধবাবুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই। রবীনবাবুর প্রতিক্রিয়ার তাই অন্য রকম একটা মূল্য আছে বৈ কী! বয়সের ব্যবধান বছর পাঁচের। দু'জনই পরস্পরকে সম্বোধন করতেন 'আপনি' বলে। রবীনবাবু ডাকতেন বুদ্ধদা।

এই প্রতিবেদককে বলেন, কবি সুকান্তর রক্তে দোলা লাগানো কবিতা পড়ে বড় হয়েছি। সেই পরিবারের সন্তান বুদ্ধবাবু। ছাত্র অবস্থাতেই রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ। আমার সঙ্গে পরিচয় ১৯৬৭ থেকে। উনি '৬৮-তে ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি হন।

ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতার কথা কী বলব? কত সুখ-দুঃখ, কত লড়াই; কোথা থেকে শুরু করব, শেষই বা কোথায় টানবো? প্রকৃতই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখ ছিলেন। পার্টির গণ আন্দোলনের বড় স্তম্ভ। বাংলার যুবসমাজের কাছে একটা স্বপ্ন উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু দেশি-বিদেশি কায়েমী স্বার্থের রামধনু জোট সেই স্বপ্ন ভেস্তে দিয়েছে।

মনে হচ্ছে স্বজন হারালাম: সুদীন চট্টোপাধ্যায়ের

'তাই নাকি!' বৃহস্পতিবার সকালে এই প্রতিবেদকের কাছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের খবর পেয়ে প্রবীন শিক্ষাবিদ সুদীন চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'মনে হচ্ছে স্বজন হারালাম'। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসলেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের প্রাক্তন নিয়ামক সুদীন চট্টোপাধ্যায়। বললেন, 'অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। আমি কোনও রাজনীতি করতাম না। কিন্তু ২০০৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক লোকসভা নির্বাচনে আমাকে বারাসত কেন্দ্রে বাম প্রার্থী করতে চাইল। আমি সেভাবে আগ্রহ দেখাইনি। কিন্তু বুদ্ধবাবু আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করায় আমি 'না' বলতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ততা সত্বেও উনি হাবরা, দেগঙ্গা প্রভৃতি জায়গায় আমার প্রচারে গিয়েছিলেন। সুদীনবাবুর কথায়, 'প্রকৃতই ভালোবাসতেন সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের ওপর আমার লেখা বই মহাকরণে গিয়ে ওনাকে উপহার দিয়ে এসেছি।

বড় পরীক্ষাগুলো নিয়ে ভাবতেন। কখনও হুকুমের স্বরে কিছু বলেননি। বলেছেন, আপনারা স্বশাসিত সংস্থা। নিজের মত কাজ করবেন। প্রয়োজন হবে বলবেন। সরকার সব রকম সাহায্য করবে। একজন বড় মাপের মানুষ চলে গেলেন।'

আনন্দকথা

বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''বাপ! তুমি তো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?'' বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লগল! বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ করে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, ''বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।''

''মানুষ মনে করে, আমরা তাকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল, যাবার সময় ভাবছে — এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

''যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় দেও-পিঁপড়ে — চিনির আট-দশটা দানা ন হয় মুখ করুক।''

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চোর সন্দেহে যুবককে বেঁধে মারধর, ইলেকট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার মহিষমর্দিনীতলা এলাকায় চোর সন্দেহে এক যুবককে বেঁধে মারধর করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরবর্তী সময় তাঁকে বেঁধে রেখে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগ ওঠে মহিষমর্দিনী পুজো উপলক্ষে নাগরদোলা নিয়ে আসা বেশ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁর বাড়ির লোকজন।

জানা গিয়েছে, বাড়িতে মায়ের সঙ্গে অশান্তি করে বুধবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালনার মহিষমর্দিনী তলায় মহিষমর্দিনী পূজা উপলক্ষে বসা নাগরদোলার কাছে গিয়েছিলেন আহত যুবক শ্যামল পাসওয়ান। গত দু’-তিন দিন আগে নাগরদোলা নিয়ে আসা ব্যক্তিদের কয়েকটি মোবাইল চুরি হয়ে যায়। এই যুবককে গভীর রাতে ওই এলাকায় দেখতে পেয়ে চোর সন্দেহে তাঁকে প্রথমে বেঁধে মারধোর করা হয়। পরে তাঁকে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

এই ঘটনায় কালনা থানার দ্বারস্থ হন নির্যাতিত ওই যুবকের পরিবারের লোকজন। বৃহস্পতিবার ওই যুবককে উদ্ধার করতে গেলে তাঁর মাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে নাগরদোল্লা নিয়ে আসা লোকজনের বিরুদ্ধে। যদিও এই বিষয়ে নাগরদোলনা নিয়ে আসা লোকেদের দাবি মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে ওই যুবক। তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁর পরিবার এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যদিও ইলেকট্রিক শক দেওয়ার বিষয়টি তাঁরা অস্বীকার করেছেন।

রেলগেট বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইন শাখার মশাগ্রাম ও নবগ্রাম স্টেশনের মাঝে মুসুন্ড রেলগেট বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত মুসুন্ড এলাকায় নবগ্রাম ও মুসুন্ডর সংযোগকারী রেলগেট বন্ধ করে দিচ্ছে রেল। আর তারই প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, আঝাপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুসুন্ড গ্রামে তিনশোর অধিক পরিবার বসবাস করে। আর ওই গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের রেলগেট পেরিয়ে পড়াশোনা করতে যেতে হয়। চাষিদের চাষ করতে এবং ফসল তুলতে যেতে হয় ওই গেট পার করেই। এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অফিসিয়াল কাজ করতে যেতে হয় ওই গেট পেরিয়ে। এবার সেই রেলগেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল আর তাতেই চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁদের। ঘুরপথে যেতে গেলে দীর্ঘ লম্বা রাস্তা অতিক্রম করতে হবে বলে তাঁদের দাবি। যার কারণেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

বর্ধমান হাওড়া কর্ড লাইন শাখার ৫৮সি গেট নম্বর যা বন্ধ করে

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। সেটি ঘিরেই বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। ওই রেলগেট বন্ধ হলে এলাকার মানুষজনকে স্কুল কলেজ ব্যাংক অথবা হাসপাতাল যেতে হবে সাড়ে তিন থেকে চার কিলোমিটার ঘুরপথে এবং সেই পথে জনবসতি না থাকায় স্কুল ছাত্রছাত্রীরা একা আসতেও ভয় পাচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা রেলের আধিকারিকরা ওই গেটটি বন্ধ করার জন্য আসলে গ্রামবাসীরা মিলিত হয়ে সেই কাজ রুখে দেন।

রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আপাতত রেলগেট বন্ধ করে দেওয়ার কাজ স্থগিত রাখছেন। গেটটিতে গেট ম্যান না থাকায় সবসময় ওই রেলগেটটি নামানো থাকে ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই গেটের তলা দিয়ে হেঁটে অথবা সাইকেল ও বাইক গলিয়ে ওপারে যেতে হয়। সেই কারণে গেটটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে আপাতত গেটটি পুরোপুরি বন্ধ করার কাজ স্থগিত রাখা হয়।

রানাঘাটে সংস্কৃতি চর্চায় উদ্যোগী হয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রানাঘাটের ঐতিহ্য রবীন্দ্রভবন ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পর রানাঘাটের সংকৃতি চর্চা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আর মঙ্গলবার বুদ্ধবাবুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই শোকের ছায়া রানাঘাটে। রানাঘাটের ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র ভবন ২০০০ সালের বন্যায় চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরে সেটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে তার ব্যবহার বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। দীর্ঘ চেষ্টার পরও সেই রবীন্দ্রভবনকে ঠিক করা সম্ভব না হওয়ায় রানাঘাটের একটি জনপ্রিয় সিনেমা হলকে কিনে সেখানেই রবীন্দ্র সার্ধ শতবর্ষ মঞ্চ নাম দিয়ে রবীন্দ্রভবন তৈরি করা হয়। যার উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আর বৃহস্পতিবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর সেই ঘটনারই স্মৃতিচরণ করলেন রানাঘাটবাসী।

বাংলাদেশের মঙ্গল কামনায়, হিন্দুদের সুরক্ষায় যজ্ঞ ও পূজাপাঠ কৃষ্ণনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ এবং হিন্দুদের শুভকামনায় কৃষ্ণনগর নৃসিংহদেবতলা মন্দিরে যজ্ঞ এবং বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন। এদিন বিজেপির রাজ্য কিষান মোর্চার সভাপতি মহাদেব সরকারের উপস্থিতিতে বিশেষ পূজাপাঠ সম্পন্ন হল নৃসিংহদেব মন্দিরে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের শুভ কামনা ও হিন্দুদের শুভ কামনার্থে পুজো দিলেন রাজ্য কিষান মোর্চার সভাপতি মহাদেব সরকার সহ একাধিক সাধারণ মানুষ। এদিন নিদয়ার কৃষ্ণনগর নৃসিংহদেবতলায় বিশেষ শান্তি যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এদিন মন্দিরে উপস্থিত সকলের একটাই প্রার্থনা শান্তি ফিরে আসুক বাংলাদেশ আর সুরক্ষিত থাকুক হিন্দুরা এবং সমস্ত হিন্দু মন্দির।

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা শিবির কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতনতা শিবির কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল হুগলির সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিসি রায় শিশু হাসপাতালের হেমোটোলজি দপ্তরের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান মঞ্চের সিঙ্গুর শাখার ব্যবস্থাপনায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন, এদিন সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের এসআই সিঙ্গুর সার্কেল মধুরিনা চক্রবর্তী, এআই সিঙ্গুর সঞ্জয় কুমার মণ্ডল, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সিঙ্গুর ব্লক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সিঙ্গুর বিজলী ঘোষ, ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা গিরি, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য শেখ উমর ও নির্বাচিত সদস্যা চিত্রা বোস উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলেন, ‘শুধু আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নয়, সিঙ্গুর ব্লক তথা হুগলি জেলা, সমগ্র রাজ্য থ্যালাসেমিয়া মুক্ত হোক, এই লক্ষ্য নিয়েই এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল, আগামী দিনে এধরনের আরও সচেতনতামূলক ক্যাম্প করা হবে সেই আশা করি। এ ব্যাপারে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখব।’

NOTICE

Artemis Medicare Services Limited

Regd Office: Plot No. 14, Sector 20, Dwarka, New Delhi - 110075

Notice is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Company has lost/ misplaced and the holder of the said securities/ applicant have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

Any person who has a claim in respect of the said securities should be lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this day, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Folio No.	Name of Shareholder	No. of Shares & Face Value	Distinctive Nos.From To	Certificate Nos.
475	Haralalka Tyre Agencies Pvt. Ltd.	6,000 Equity Shares of Face Value Re. 1/-	846631 to 852630	987

For Haralalka Tyre Agencies Pvt. Ltd.
Sd/-
Director

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড

CIN L36900WB1952PLC020274

রেজি অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

ফোন : ০৩৩-৪০৫৫৬৮০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-৪০৫৫৬৮৩৫

ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১২৪(৬)ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ‘‘ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলসের রুল ৬, এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে কোম্পানি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট যে সকল শেয়ারের বিগত একাদিক্রমে সাত বছর ডিভিডেন্ড অপ্রদেয়/দাবিহীন হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলি উক্ত নির্ধারিত রুল এবং প্রক্রিয়া অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণের নাম (যারা বিগত একাদিক্রমে সাতবছর তাদের শেয়ারের জন্য নগদ গ্রহণ করেননি/ডিভিডেন্ডের জন্য দাবি করেননি), তাদের সংশ্লিষ্ট ফোলিও নং বা ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি পাওয়া যাবে ‘‘ইনভেস্টর সার্ভিসেস’’ কলমে কোম্পানির উক্ত ওয়েবসাইটে।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা পাঁচগাছিয়া রোড, পোঃ- কন্যাপুর
আসানসোল - ৭১৩৩৪১ জেলা- বর্ধমান, পঃবঃ, ফোন : ০৩৩-৪০০৩০২১২
ই-মেল- cs@burnpurcement.com, ওয়েবসাইট- www.burnpurcement.com
CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	০.০০	৫০.৬১	৪৯৭১.৬৭	১৩৪৩৬.৬২
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-১,৬১৩.০৬	-১,৮৫৬.৩৭	-১,৮৩২.০১	-১০,১১৫.৫০
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৬১৩.০৬	-১,৮৫৬.৩৭	-১,৮৩২.০১	-১০,১১৫.৬৭
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৬০৮.৬৬	-১,৬৪৫.১৬	-১,৮৩৪.৮৫	-৯,৯১১.২১
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	-১,৬০৮.৬৬	-১,৬৪৫.১৬	-১,৮৩৪.৮৫	-৯,৯১১.২১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (আইএনআর ১০/- টাকা প্রতিটি)	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মুল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-৪৪,৩৬১.৩২
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)				
মৌলিক :	-১.৮৭	-১.৯১	-২.১৩	-১১.৫১
মিশ্রিত :	-১.৮৭	-১.৯১	-২.১৩	-১১.৫১

দ্রষ্টব্য

১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ৮ অগস্ট, ২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। বিএসই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -এ ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
পবন পারিক
ডিরেক্টর এবং সিএফও
DIN: 07125401

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ অগস্ট, ২০২৪

CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED

Corporate Identification Number: L92100WB1986PLC218825
Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal, India | **Phone:** +91-77199 13351
E-mail ID: cinerad@gttsolutions.in | **Website:** www.cineradcommunications.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2024 (Audited) (Note 3)	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
1.	Revenue from Operations	304.936	72.630	NA	1,399.078
2.	Profit / (loss) before exceptional item and tax	(121.567)	(1,443.911)	NA	(137.209)
3.	Profit / (loss) before tax	(121.567)	(1,443.911)	NA	(137.209)
4.	Profit / (loss) after tax	(121.636)	(1,377.862)	NA	(71.160)
5.	Profit / (loss) after tax attributable to owners of the Company	(106.736)	(1,362.157)	NA	(55.455)
6.	Total comprehensive income for the period	(121.636)	(1,377.862)	NA	(71.160)
7.	Paid-up equity share capital (Face Value: ₹ 10 each)	1,916.192	1,916.192	NA	1,916.192
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet				(233.630)
9.	Earnings per equity share (Basis & Diluted)	(0.557)	(7.109)	NA	(0.289)

The Company has acquired two subsidiaries namely Global Talent Track Private Limited and Itarium Technologies India Private Limited on 13th March, 2024. Hence the consolidation has been prepared considering 13th March, 2024 as the date of acquisition. Further no corresponding quarter of previous year's figures have been reported since this is the first year of acquisition of any subsidiary.

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for The Quarter Ended June 30, 2024

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2024 (Audited) (Note 3)	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
1.	Revenue from Operations	2.71	0	0	0
2.	Profit / (loss) before tax	(80.61)	(12.04)	(4.91)	(17.88)
3.	Profit / (loss) after tax	(80.68)	(18.61)	(4.91)	(24.45)

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The quarterly financial results in the detailed format, are available on the BSE website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.cineradcommunications.com.
2. The audited financial results (standalone and consolidated) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 7, 2024.
3. Figures for the quarter ended March 31, 2024 represent the difference between audited figures for the financial year and the limited reviewed figures for the nine months ended December 31, 2023.
4. Figures for the previous periods have been regrouped / reclassified, wherever necessary to conform to the classification of the current period.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pankaj Ramesh Samani
Managing Director
Din: 06799990

Place: Kolkata
Date: 07-08-2024

J.G.Chemicals Limited

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June 2024

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 30-06-2024 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Quarter ended 30-06-2023 (Unaudited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)
Total revenue from operations	202.53	181.36	172.35	667.69
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	21.24	18.15	5.13	44.90
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	21.24	18.15	5.13	43.10
Net Profit / (Loss) for the period after tax	15.90	13.60	3.87	32.11
Total comprehensive income for the period	15.90	17.60	3.87	36.83
Paid up Equity Share Capital [Face value ₹10 per share]	39.19	39.19	31.72	39.19
Reserves excluding revaluation reserves and Non-controlling interest	-	-	-	366.32
Earnings per Equity Share (of ₹10 each) -Basic and Diluted (Not Annualised *)	*3.88	*4.00	*1.20	9.60

Notes :

1. Additional information on Unaudited Standalone Financial Results is as follows:

Particulars	Quarter ended 30-06-2024 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Quarter ended 30-06-2023 (Unaudited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)
Revenue from operations	65.00	67.15	70.33	244.65
Profit before exceptional item and tax	5.11	6.42	3.67	16.21
Profit before tax	5.11	6.42	3.67	14.40
Profit after tax	3.84	4.87	2.78	10.79

2. The Unaudited Consolidated Financial Results and Unaudited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 08th August, 2024. The Statutory Auditors have given Limited Review Report on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.jgchem.com).

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Anirudh Jhunjhunwala
Managing Director and CEO

Date: 08.08.2024
Place: Kolkata

Manaksia Coated Metals & Industries Limited

An ISO 9001- 2015 Company

রাজস্ব — বেড়েছে ১২.১২% (কিউ-অন-কিউ)

ইবিআইটিডিএ — বেড়েছে ২৬.০৪% (কিউ-অন-কিউ)

পিএটি — বেড়েছে ২,৩২০.৩৭% (কিউ-অন-কিউ)

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ৩০.০৬.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত নিরীক্ষিত ৩১.০৩.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ৩০.০৬.২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত নিরীক্ষিত ৩১.০৩.২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯,৫৩৮.৪১	১৮,৪৬৬.৭৭	১৭,৫৯৬.০৬	৭৪,৬১৮.০৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৪০২.৫৬	৬৮৫.৫৮	৬৫.১৯	১৪৯০.৯৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	২৯৮.১৯	৫০৫.৯০	১২.৩২	১,১২৩.৭১
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৯৯.৭২	৫১৯.৭৩	৮.৯৭	১,১৫৪.৮৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৪২.৬৯	৭৪২.৬৯	৬৫৫.৩৪	৭৪২.৬৯
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
(ক) মৌলিক	০.৪০	০.৭৫	০.০২	১.৬৭
(খ) মিশ্রিত	০.৪০	০.৭৫	০.০২	১.৬৭

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯,৫৩৫.৭২	১৮,৪৩৯.৩১	১৭,৫৯৩.০২	৭৪,৫৭৯.৭৫
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৪০৮.৮২	৭০৪.৭০	৭১.৬৮	১,৫৩০.৯৭
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৩০৪.৪৫	৫২৫.০২	১৮.৮১	১,১৬৩.৭৫

দ্রষ্টব্য-

(ক) ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৭ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।

(খ) মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস্ প্রাঃ লিঃ-এর অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।

(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭ অগস্ট, ২০২৪

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in; ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com; দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

অগ্নিগর্ভ পদ্মাপারে-না যাওয়ার পরামর্শ কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের

পানামা স্থলবন্দরে ৮৫টি লরি আটক, চালু হেল্প লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুতর পরেও এখনো বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ অবস্থা হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওপারে ভারতীয়দের এখনই না যাওয়ারই পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তর। যদিও মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের ওপারে পানামা স্থলবন্দরে এখনো ৮৫টি ভারতীয় লরি আটকে রয়েছে। বৃহস্পতিবারও মহদিপুর এলাকার ভারত - বাংলাদেশ শুনশান চিত্র দেখা গিয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী জওয়ানরা রীতিমতো কড়া নজরদারি শুরু করেছে। আর এই পরিস্থিতিতে খুব প্রয়োজন না পড়লে বাংলাদেশে না যাওয়ারই কথা বলছে প্রশাসন। মালদার মহদিপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের অধিকর্তা দেশদুলাল চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, ওপারের পরিস্থিতি এখনো ভালো নেই। আমরা ওই নেগেটিভ দিক বিবেচনা করেই এপার থেকে ভারতীয়দের বাংলাদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে বারণ করছি। খুব প্রয়োজন না পড়লে ওপারে যাওয়ার দরকার নেই বলেও ভারতীয়দের জানানো হচ্ছে। এছাড়াও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে হেল্প লাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। যদি কোনও ভারতীয় বাংলাদেশে গিয়ে বিপদে পড়েন বা কোন রকম সমস্যায় সম্মুখীন হন তবে হেল্প লাইন নম্বরে

যোগাযোগ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অস্থির অবস্থার মধ্যেও চালু রয়েছে স্থল বন্দরগুলি দিয়ে যাত্রী পারাপার। মাঝে কয়েকদিন পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকলেও চালু ছিল যাত্রী পারাপার। মালদার মহদিপুর স্থলবন্দর দিয়ে দুই দেশের বহু নাগরিক যাতায়াত করেন। তবে গত কয়েকদিন ধরে ভারতীয়রা বাংলাদেশে তুলনায় কম যাচ্ছেন। বাংলাদেশে আটকে থাকা পড়ুয়াদের দ্রুত ভারতে ফিরে এসেছেন। এছাড়াও যে সমস্ত ভারতীয় বাংলাদেশের বিভিন্ন কাজে গিয়েছিলেন তাদেরও অধিকাংশ ইতিমধ্যে দেশে ফিরেছেন। ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাদেশের মূলত গিয়ে থাকেন পড়াশোনার জন্য। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষের আত্মীয় পরিজন রয়েছে বাংলাদেশে। তবে বাংলাদেশের এমন অচল পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও খুব প্রয়োজন ছাড়া বাংলাদেশের না যাবার পরামর্শ দিচ্ছে। কারণ সে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখনও ঠিক হয়নি। তাই এমন পরিস্থিতিতে সেখানে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ইতিমধ্যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশ না যাওয়ার সচেতন করছেন। খুব প্রয়োজনে যারা বাংলাদেশে যাচ্ছেন তাদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে। সেই হেল্পলাইন নম্বরগুলি প্রদান করা হচ্ছে ভারতীয়দের। মালদা এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক হৃদয় ঘোষ বলেন, রপ্তানি প্রায় বন্ধের মুখে। ভারতীয় বৈদেশিক মুদ্রার লোকসান হচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে লরি চালক ও খালাসিরাও প্রাণের ভয়ে ওপারে যেতে চাইছে না। এমনিতেই এই সীমান্ত দিয়ে পাসপোর্ট ও ভিসার মাধ্যমেও যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে নতুন করে বন্দর কর্তৃপক্ষের ওপার সীমান্তে ভারতীয়দের না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। জানি না ওপারের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে।

ঢাকা হলো নোম্যান্সল্যান্ডে থাকা শেখ মুজিবর রহমানের ছবির ভাস্কর্য, ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: ঢাকা হল নো-ম্যান্সল্যান্ডে থাকা শেখ মুজিবর রহমানের ছবির ভাস্কর্য, তবে কারা ঢাকল এই ছবির ভাস্কর্য তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। অন্যদিকে পুনরায় আমদানি রপ্তানি শুরু হল পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে খুশি ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডে বেনাপোল গেটের মুখে থাকা শেখ মুজিবর রহমানের ছবির ভাস্কর্য সাদা রং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবে কে বা কারা সাদা রং দিয়ে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির ভাস্কর্য সাদা রং দিয়ে তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় বাংলাদেশে। সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করার পরেই রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয় সেখানে। বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে সেনা। সেনাপ্রধান সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর পরই বাংলাদেশের রাজপথে উল্লাসে মেতে ওঠেন আন্দোলনকারীরা। সামাজিক মাধ্যমেও ভাইরাল হয় সেইসব চিত্রগুলো। যেখানে আরো দেখা গিয়েছে গণভবনে চলে দেদার লুটতরাজ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির ভাস্কর্য কোথাও ভেঙে কোথাও উপড়ে ফেলেন আন্দোলনকারীরা। তবে এতদিন ধরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নো-ম্যান্সল্যান্ডে বেনাপোলে গেটের মুখে অক্ষত অবস্থায় ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির ভাস্কর্য। এই ছবির ভাস্কর্য এবার ঢেকে দেওয়া হল সাদা রং দিয়ে। তবে কারা কখন কিভাবে সাদা রং দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ছবির ভাস্কর্য ঢেকে দিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। যদিও সীমান্তে ২৪ ঘণ্টা পাহারারত অবস্থায় রয়েছে বিএসএফ এবং বিজিবি। অন্যদিকে শেখ হাসিনা পদত্যাগের দিন বিকেল থেকে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে

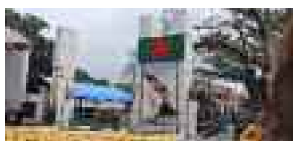

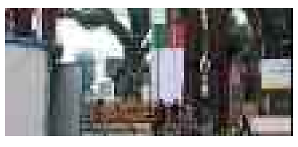

আমদানি এবং রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। দফায় দফায় দু'দেশের দীর্ঘ বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার নতুন করে আবার আমদানি এবং রপ্তানি শুরু হল পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে খুশি ব্যবসায়ীরা। বন্দর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে এই আমদানি এবং রপ্তানির কাজ শুরু হয়েছে। ৩০০ থেকে ৩৫০০ টি ট্রাক রপ্তানি করা হবে এবং প্রায় ১০০ টি ট্রাক আমদানি করা হবে। বাংলাদেশের আধিকারিকরা ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক এবং চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই নতুন করে আন্দোলন রপ্তানি শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্টের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী। এদিন কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা থেকে নতুন করে দুই দেশের মধ্যে আমদানি এবং রপ্তানি শুরু হল। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। বাংলাদেশের আধিকারিকরা ভারতীয় ট্রাক এবং চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ফলেই আমদানি এবং রপ্তানি শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে আমদানি এবং রপ্তানি বন্ধ থাকার ফলে যেমন ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছিল ঠিক তেমনি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছিল।

আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এদিন ৭৭ কোটি ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকায় ১৫৮টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং ১৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার ২৯৩ টি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই এদিন উদ্বোধন হবে নবনির্মিত জেলা কালেক্টরেট। ঝাড়গ্রাম নতুন জেলা হওয়ার পর ৫১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের মাঠে তৈরি হয়েছে ৫ তলা কালেক্টরেট ভবন। এখানেই জেলার সমস্ত কার্যালয় থাকবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ ঝাড়গ্রামের টুরিস্ট কমপ্লেক্সে এসে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানে রাত্রিযাপনের পর শুক্রবার বেলা ১২ টায় ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করার পাশাপাশি সরকারি নানান পরিষেবা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন। এছাড়াও জেলা পঞ্চায়েত ট্রেনিং সেন্টারের শিলান্যাস, চিল্কিগড়ে সংস্কার হওয়া বিষ্ণু মন্দির এবং ঝাড়গ্রাম ও লোধাশুলিতে কুড়মি ভবনের উদ্বোধন করবেন। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪.৩০ নাগাদ ঝাড়গ্রামে ট্যুরিজম দপ্তরের অতিথিনিবাসে ঢোকার মুখে গাড়ি থামিয়ে প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার উমা সরেন, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্র নাথ মাহাতোর সঙ্গে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয় মহিলা সদস্যদের ডেকে তাদের কথা শোনেন। তাদের দাবি পূরণের আশ্বাসও দেন। সারাদিন স্কুলের সন্ন্যাসীনীরা রাস্তায় অপেক্ষারত দেখে তাদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে কাঁকসার খোবার গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম হারাধন রায় (৫০)। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই মরদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বুধবার হারাধনবাবু মাঠে চাষ করতে গিয়েছিলেন। মাঠে ট্রাক্টরে চাষের কাজ চলাকালীন তিনি মাঠের আলে বসেছিলেন। সেই সময় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তখনই তাঁকে মাঠের আলে পড়ে যেতে দেখে সকলে তাঁকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে।

মানবিক মুখ পুলিশের, কোদাল হাতে রাস্তা সংস্কারের কাজ করল গোঘাটের পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ফের পুলিশের মানবিক মুখ উঠে এল আরামবাগের গোঘাটে। বন্দুক-লাঠি ছেড়ে এবার রাস্তা মেরামতের কাজে হাত লাগালেন পুলিশ কর্মীরা। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি কোদাল হাতে রাস্তা সংস্কারের কাজ করে গ্রামবাসীর পাশে দাঁড়ালেন গোঘাট থানার বদনগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। এই দৃশ্য দেখা গেল গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের বদনগঞ্জ ফলুই এক নম্বর পঞ্চায়েতের মাজডিহা এলাকায়। যেখানে পুলিশের কাজ এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সেই কাজ ছাড়াও এবার পুলিশ বেহাল রাস্তা মেরামতে হাত লাগাল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ওই এলাকার রাস্তা বেহাল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,অতিবৃষ্টির কারণে রাস্তার খানাখন্দ বেড়েই চলেছে। সেই খারাপ খানাখন্দযুক্ত রাস্তা সারাইয়ের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই বদনগঞ্জ ফলুই-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি রাস্তা সংস্কার করা হোক। এই নিয়ে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ে মাজডিহা গ্রামের মানুষেরা রাস্তা সারাইয়ের জন্য পঞ্চায়েতে তদবির করেছেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ওই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। আর এর ফলে ঘটতে পারতো যেকোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা। গোঘাট থানার পুলিশের তরফ থেকে দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন সময় এলাকায় সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচি করতে দেখা গেছে। আবার কোথাও বাইক আরোহী থেকে শুরু করে যানবাহন চালকদের সচেতন করতেও দেখা গেছে পুলিশকে। যেখানে প্রশাসনের কাজ রাস্তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়া সেখানে দাঁড়িয়ে যাতে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে যায় তার আগে ভাগেই রাস্তা মেরামত করলেন পুলিশ কর্মীরা। গোঘাটের বদনগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক উজ্জ্বল ঘোষের নেতৃত্বে রাস্তায় নেমে চলে খানাখন্দ মেরামতির কাজ। ইট, মোরাম ফেলে বুজিয়ে ফেলা হয় রাস্তার গর্ত। কিন্তু যাঁরা এই কাজ করছেন, তাঁরা কোনও কনট্রাক্টর বা ১০০ দিনের প্রকল্পের শ্রমিক নয়, খোদ পুলিশকর্মী। এ বিষয়ে ওই পঞ্চায়েত ওই পঞ্চায়েতের প্রধান প্রসেনজিৎ ঘোসাল বলেন, আমরা এর আগেও রাস্তাটি সংস্কার করেছিলাম। জেলা পরিষদকে জানানো আছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সামিনা বেগম বলেন, রাস্তাটা বেহাল আছে বলে জানি না। ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তা সংস্কারের অবশ্যই ব্যবস্থা করা হবে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোকমিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে খণ্ডঘোষ ব্লক সিপিএমের পক্ষ থেকে খণ্ডঘোষ পাঠানপাড়া থেকে খণ্ডঘোষ থানা মোড় পর্যন্ত শোকমিছিল করা হয়। মিছিলটি খণ্ডঘোষ হাটতলায় এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত সিপিএম নেতাকর্মীরা। সিপিএম খণ্ডঘোষ এক এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ হাজরা জানান, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে দলের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। শুধুমাত্র দলের জন্যই নয় গোটা রাজ্যের মানুষের জন্য বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। কারণ গোটা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য উনি যে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা আজ রাজ্যের মানুষ স্মরণ করছেন।

ফের মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা, অগ্নিদগ্ধ ইঞ্জিনিয়ার সহ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঘটল দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২ নম্বর ইউনিটে মেরামতির কাজ চলাকালীন আচমকাই ইলেক্ট্রিক ব্রেকার থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসে। সেই আগুনে ঝলসে যান ওই জায়গায় কর্মরত এক ইঞ্জিনিয়ার সহ ৫ জন। আহতদের দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডিভিসি পরিচালিত মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২ নম্বর ইউনিটে গত ১ অগস্ট থেকে উৎপাদন বন্ধ রেখে রুটিন মেইনটেনেন্সের কাজ চলছিল। সূত্রের খবর, ওই ইউনিটে মেইনটেনেন্সের কাজ করার সময় আচমকাই একটি ইলেক্ট্রিক ব্রেকার থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসে। আগুনে পুড়ে ঝলসে যান ওই সময় কর্মরত এক ইঞ্জিনিয়ার সহ মোট ৫ জন। ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আহত ৪ শ্রমিক ঠিকা শ্রমিক হিসাবে ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শিল্পীরা আর্ট গ্যালারির দাবি তুললেন আরামবাগ শহরে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগ শহরে আর্ট গ্যালারির দাবি তুললেন বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে শিল্পীরা। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি নামী শহরেই আর্ট গ্যালারি রয়েছে। কিন্তু আরামবাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে আর্ট গ্যালারি না থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। শিল্পীদের দাবি, আরামবাগ সারা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। প্রাচীন কাল থেকেই এই শহর তথা মহকুমার সুনাম ছড়িয়ে আছে। বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি রবীন্দ্র গবেষক ও ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে নাট্যকার রয়েছেন। তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। শিল্পীদের শিল্প সত্তার বিকাশ ঘটাতে এবং ছাত্র ছাত্রীদের শিল্পী মননের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে আর্ট গ্যালারির দাবি উঠছে আরামবাগে। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষে বিদেশিদের আনাগোনা নতুন নয়। সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই শুরু হয়েছে। গ্রিক থেকে রোমান, আফগানি থেকে মোগল, পরবর্তীকালে ডাচ থেকে ফরাসি, ওলন্দাজ থেকে ব্রিটিশ। প্রত্যেকেই তাদের শিল্প কলার নিদর্শন রেখে গেছে। সেই কবে ডাচেরা হুগলি জেলার সদর শহর চুঁচুড়ায় এসে তৈল চিত্র তৈরি করেছিলেন। পশ্চিমী শিল্প কলার নৈপুণ্যতার ছোঁয়া তখনই প্রথম পেয়েছিল ভারতবর্ষ। ইতিহাসের পাতায় থাকলেও বর্তমান প্রজন্ম তার কতটাই বা জানে? হুগলি জেলা বরাবরই শিল্প সমৃদ্ধে ভরা। ভরা শিল্পী সমৃদ্ধেও! জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহাসিক নিদর্শন বহু ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে। ঐতিহাসিক নিদর্শনও কম নেই আরামবাগ মহকুমায়। শিল্পীরা তার মেধাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে রং তুলির মাধ্যমে তুলে ধরলেও বাইরে সেই ভাবে প্রকাশ করার জায়গা পায় না। তাই আরামবাগ শহরে আর্ট গ্যালারি হলে সেই সব নিদর্শন

তুলে ধরতে পারবেন তারা। এই বিষয়ে আরামবাগের অঙ্কন শিল্পী সঞ্জয় মল্লিক বলেন, আরামবাগ শহরে একটা আর্ট গ্যালারি খুবই প্রয়োজন। আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বহু শিল্পী আছে। আর্ট গ্যালারি হলে তারা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে। শিল্প মনস্কা মানুষরা এসে শিল্পীদের কাছে তাঁদের ভাবনা প্রকাশ করারও সুযোগ পাবেন। আগামী প্রজন্মের কাছে শিল্পকলার মাধ্যমে জেলার ঐতিহাসিক সংস্কৃতির নিদর্শন তুলে ধরতে পারবেন শিল্পীরা। অপরদিকে আরামবাগ শহরের বিশিষ্ট শিল্পী দিলীপ হালদার বলেন, আরামবাগে বহু গুণি শিল্পী আছেন। কিন্তু আর্ট গ্যালারি নেই। সবমিলিয়ে এখন দেখার আরামবাগের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্বার্থে কবে শহরে আর্ট গ্যালারি তৈরি হয়।

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED
CIN : L18100WB1991PLC099782
Regd. & Corp. Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata- 700 014
Ph : +913322890148/6708
E-mail : info.saharahousingfina@gmail.com/ info.saharahousingfina@sahara.in
Website : www.saharahousingfina.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, August 14, 2024** to consider and approve, inter-alia, the Un-audited Financial Results of the company for the quarter ended June 30, 2024. This information is also available on the website of the company at www.saharahousingfina.com and on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com

For Sahara Housingfina Corporation Ltd.
Sd/-
(D. J. Bagchi)
Place : **Kolkata** — **CEO, Company Secretary**
Date : **08.08.2024** — **& Compliance Officer**

শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **মেসার্স ভেসুভিয়াস ইন্ডিয়া লি.**-এর নিম্নোক্ত ইক্যুইটি শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) সিএসআর নং ৩৯৪-টিএন-সিডিএম পিএস হারিয়ে গিয়েছে/স্থানান্তরিত হয়েছে। স্থানান্তর দলিল ব্যতীতই। সংশ্লিষ্ট কারণে **মেসার্স ভেসুভিয়াস ইন্ডিয়া লি.** কে অবগত করা হচ্ছে এবং আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের অনুলিপি ইস্যুর জন্য আবেদন জানিয়েছি।

ক্রম নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	ফোলিও	সার্টিফিকেট নং	ডিসটিঙ্কটিভ নং	শেয়ারের সংখ্যা
১	ডি. প্রেমালতা	পি০১৮৬৫	২৯০৯০	১১২৬৭৯০১-১১২৬৮০০০	১০০ শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
				মোট	১০০ শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত

যেকোনও ব্যক্তি উক্ত শেয়ার দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রামাণ্য নথি সহ **মেসার্স ভেসুভিয়াস ইন্ডিয়া লি.**-এর নিকট রেজিস্টার্ড অফিস **পি-১০৪, তারাতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৮** ঠিকানায় এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন অন্যথায় **মেসার্স ভেসুভিয়াস ইন্ডিয়া লি.** বিকল্প সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যুর প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।
স্থান : কলকাতা — শেয়ারহোল্ডারের নাম
তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪ — (ডি. প্রেমালতা)

রায়না গ্রাম পঞ্চায়েত
রায়না, পূর্ব বর্ধমান

Memo No.- 184/RGP/2024 — **Date- 02/08/2024**

কর আদায়কারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা রায়না গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নিম্ন যোগ্যতা সম্পন্ন স্থায়ী বাসিন্দাদের জানানো যাইতেছে যে অত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারী নির্ধারিত কমিশন ভিত্তিতে দুই বৎসরের চুক্তি ভিত্তিক একজন কর আদায়কারী নিয়োগ করা হইবে।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে A4 কাগজে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলীর নথি সম্পূর্ন জীবনপঞ্জী (Bio-Data) সহ আবেদন পত্র মুখবন্ধ খামে জমা করিতে হইবে।

১) আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ঃ ০২/০৮/২০২৪ থেকে ২১/০৮/২০২৪।
সময় ঃ বেলা ১১.০০ টা হইতে বৈকাল ৩.০০ টা (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত)।

* (বিস্তারিত জানার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।)

স্বা /- প্রধান
রায়না গ্রাম পঞ্চায়েত

PUBLIC NOTICE
(Under Section102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MS. RITIKA KUMAR OF WEARIT GLOBAL LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Personal Guarantor	**Ms. Ritika Kumar of Wearit Global Limited**
2.	Insolvency commencement date in respect of Personal Guarantor	02nd August, 2024
3.	Name and registration number of the insolvency professional acting as resolution professional	Anal Basu IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
4.	Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata - 700012. Email :**basu_anal@rediffmail.com**
5.	Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional	27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata- 700012. Email :**irp.ritikakumar@gmail.com** Phone : 9830160535
6.	Last date for submission of claims	30th August,2024
7.	(a) Relevant Forms	Web link: **http://www.ibbi.gov.in/downloads** Physical address: As mentioned against Item No.5

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of an insolvency resolution process of the Personal Guarantor, Ms.Ritika Kumar of Wearit Global Limited (CIN: U40107WB1999PLC089994) on 02nd August, 2024.
The creditors of Ms. Ritika Kumar, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 29th August, 2024 to the resolution professional at the address mentioned against entry No. 5.
The creditors may submit their claims with proof through electronic means or by registered post or speed post or Courier.
Submission of false or misleading proofs of claims shall attract penalties.

On behalf of
National Company Law Tribunal
Anal Basu
Resolution Professional
Date: 09th August, 2024
Place: Kolkata
Registration No.IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
বিদ্যালক্ষ্মী বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2010PTC155567) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিস **৪২, দক্ষিণপাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত**
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন ওড়িশা)" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
দরখাস্তকারীর পক্ষে
স্বা/-
নাম : লালবাহাদুর ললিত কুমার জেনা
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৩৬০৬৪৩৪
ঠিকানা :
বিদ্যালক্ষ্মী বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪২, দক্ষিণপাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
বারদিয়া ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্স প্রা. লি., (CIN : U51909WB1996PTC079760) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিস **১৩৩ বি আর বি বসু রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত**
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "অসম রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
দরখাস্তকারীর পক্ষে
স্বা/-
সুনীল কুমার বারদিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০৫৫৯১১৮
ঠিকানা :
বারদিয়া ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্স প্রা. লি.
রেজিস্টার্ড অফিস **১৩৩ বি আর বি বসু রোড,**
কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

এএসবি ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ইমপেক্স এলএলপি
এলএলপিআইএন : এসিএ-০৪১১
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য় তল, প্রিমিয়ার হাউস, স্যুট নং ৭, ধর্মতলা, কলকাতা-৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত
এবং
এএসবি ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ইমপেক্স এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস ১৯, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য় তল, প্রিমিয়ার হাউস, স্যুট নং ৭, ধর্মতলা, কলকাতা-৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"অসম রাজ্যে"** স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"অসম রাজ্যে"** পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
এএসবি ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ইমপেক্স এলএলপি-এর পক্ষে
সুনীল কুমার বারদিয়া
তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪ (স্বীকৃত অংশীদার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০০৫৫৯১১৮

স্বর্ণভূমি ট্রেডলিংক এলএলপি
এলএলপিআইএন : এএপি-২৩৩৭
রেজিস্টার্ড অফিস : প্রযত্নে, বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪
কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত
এবং
স্বর্ণভূমি ট্রেডলিংক এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস প্রযত্নে, বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন ওড়িশা)"** স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন ওড়িশা)"** পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
স্বর্ণভূমি ট্রেডলিংক এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
লালবাহাদুর ললিত কুমার জেনা
তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪ (স্বীকৃত অংশীদার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০৩৬০৬৪৩৪

গেনওয়েল ট্রেডলিংক এলএলপি
এলএলপিআইএন : এএপি-২২২৩
রেজিস্টার্ড অফিস : বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪
কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত
এবং
গেনওয়েল ট্রেডলিংক এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন ওড়িশা)"** স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন ওড়িশা)"** পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
গেনওয়েল ট্রেডলিংক এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
লালবাহাদুর ললিত কুমার জেনা
তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪ (স্বীকৃত অংশীদার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০৩৬০৬৪৩৪

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank
সার্কেল **SASTRA** মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : **cs8283@pnb.co.in**
CS/MSD/Intended Sale Notice/389-400/2024-25 — তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪

মেসার্স জটাধারী রাইস মিল, রাইস মিল- অবস্থিত: গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম,থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১।	**হীরা শেখ, পিতা মনু শেখ,** গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম, থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(ঋণগ্রহীতা)।**	**আরিফ হায়দার, পিতা গোলাম হায়দার,** গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম,থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(ঋণগ্রহীতা)।**	**আজাদ শেখ, পিতা বকতার শেখ,** গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম,থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(ঋণগ্রহীতা)।**	**অনুপম চ্যাটার্জি, পিতা : নারায়ণ চ্যাটার্জি,** ১২, সুবোধ স্মৃতি রোড,কাটোয়া, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১৩০। **(ঋণগ্রহীতা)।**

পার্থ সারথী নন্দন, পিতা ধনঞ্জয় নন্দন, গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম,থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(জামিনদাতা)।**	**আজিজ হায়দার, পিতা গোলাম হায়দার,** গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম,থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(জামিনদাতা)।**	**জয়ন্ত নন্দন পিতা ধনঞ্জয় নন্দন,** গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম, থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(জামিনদাতা)।**
পার্বতী নন্দন, স্বামী প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম, থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দনের আইনি উত্তরাধিকারী)।**	**শুভা রাজ, পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন,** গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম,থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দনের আইনি উত্তরাধিকারী)।**	**নন্দিনী, পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন,** গ্রাম এবং পো : সিজগ্রাম,থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০১। **(প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দনের আইনি উত্তরাধিকারী)।**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা সহিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ
মাননীয় মহাশয়,

বিষয় : জামিনদত্ত সম্পদের বিক্রয় : মেসার্স জটাধারী রাইস মিল

পিএনবি, সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ/নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে **১৫.০৯.২০১৭ তারিখে ইস্যুকৃত** নোটিশ অনুগ্রহ করে দেখুন, এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক দখল নোটিশ নিম্নে উল্লিখিত সম্পদের **২১.০৫.২০১৮** তারিখে দখল নিয়েছিলেন।

সম্পত্তির বিবরণ

বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ১: (রাইস মিল) : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং ২৮৫২, ২৮৫৪, ২৮৫৫, ২৮৫৭, ২৮৬৪, খতিয়ান নং ২৪২০, ১১৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৪০৮৫, ৪০৮৬, ৪০৮৭, ৪০৮৮, পরিমাণ **এরিয়া ১৯৯ ডেসিমেল**, মৌজার : সিজগ্রাম, জেএল নং ৮১, পো এবং থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং : ১৯০৪/২০০৯, দলিল নং ১৯০৫/২০০৯, দলিল নং ১২৯২/২০০৯, দলিল নং ১৮৮৯/২০০৯, দলিল নং ২১৫৬/২০১১ অনুযায়ী।

বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রাইস মিল সম্পত্তি প্লট নং ২৮৫৬/৩৪১৩, ২৮৫৬/৩৪১৪, ২৮৫৬/৩৪১৫, খতিয়ান নং ৬১৭, ৮৯০, ৯৮৮, ১২১৮, ১৫৫৭, ১২২৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৫০৩, ৪৫০৪, ৪৫০৭, ৪২২৪, পরিমাণ **এরিয়া ১৯৪ ডেসিমেল**, মৌজা : সিজগ্রাম, জেএল নং ৮১, পো এবং থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং : ১৫২৬/২০১২, দলিল নং ৩১৮০/২০১১, দলিল নং ৩২১৬/২০১৩, দলিল নং ৩২৪১/২০১৩, দলিল নং ৩৬৭০/২০১৬ অনুযায়ী।

বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি ও সম্পত্তি প্লট নং ৩৬৫, ৩৬৬, ১৫২, ১৫৫, ১৬৭, ২৮৮, ১৫৫২, ৬২০, এলআর খতিয়ান নং ৩০৪৫, ৩০৪৬, ৩০৪৭, এবং ৪০১৫, পরিমাণ **এরিয়া ৩৩ ডেসিমেল**, মৌজা : সিজগ্রাম, জেএল নং ৮১, পো এবং থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং ১৭৬৪/২০১৩, দলিল নং ১৫৫/২০১১, দলিল নং ১৭৮/২০১১ অনুযায়ী।

বসবাসের সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তার উপরের বসবাসের সম্পত্তি, প্লট নং ৭১৭ (পরিমাণ ৩ ডেসিমেল), প্লট নং ৭১৮, (পরিমাণ ৫ ডেসিমেল)। **মোট পরিমাণ এরিয়া ৮ ডেসিমেল**, খতিয়ান নং ৬৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৪৫০৪, ৩০৪৫, ৩০৪৬, ৪০৪৬, মৌজা : সিজগ্রাম, জেএল নং ৮১, পো এবং থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, দান দলিল নং ২৫১/২০১৩ অনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট সংযুক্ত বিষয়ে আপনাদের বকেয়া পরিমাণ **৭,১২,৩৩,৮৭১.৭৫ টাকা (সাত কোটি বারো লাখ তিত্রিশ হাজার আটশো একাত্তর টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০১৭** অনুযায়ী এবং সুদ চার্জ ৩১.০৮.২০১৭ পর্যন্ত নোটিশে উল্লিখিত মতে এবং এর সাপেক্ষে সমস্ত পর্যন্ত সুদ, ওস্থ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বায় উক্ত সম্পদ দখলের জন্য, এবং তা আদায় করার কারণে, নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আদায় দিয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে তা আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনারা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে উশুল করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুলসের সংস্থান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবেন।

ধন্যবাদান্তে,
তারিখ : **৩০.০৭.২০২৪**
স্থান : **বহরমপুর**
হিমাংশু কুমার সাহা
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

ইডির সহকারী ডিরেক্টরকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: দুই-ই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই ও ইডি। বাংলার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দুই সংস্থাই বর্তমানে যথেষ্ট চর্চিত। রাজ্যে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করেছে দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এ বার এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হলেন অপর তদন্তকারী সংস্থার পদস্থ কর্তা। সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইডির এক আধিকারিক। তা-ও আবার যে সে আধিকারিক নন, গ্রেপ্তার হয়েছেন ইডির সহকারী ডিরেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক। বৃহস্পতিবারই দিল্লি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, ইডির ওই ধৃত সহকারী ডিরেক্টরের নাম সন্দীপ সিং যাদব।

তদন্তকারী সংস্থার এক সূত্রের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এএনআই জানিয়েছে, দিল্লির এক গহনা ব্যবসায়ীর ছেলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ওই মামলায় ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন ব্যবসায়ী। এই পরিস্থিতিতেই ছেলেকে মামলা থেকে বাঁচিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবসায়ীর থেকে মোটা টাকার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ওই ইডি অফিসারের বিরুদ্ধে। তিনি মোট ২০ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে অপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ আসে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই দিল্লির লাজপত নগরে জাল বিছিয়েছিলেন সিবিআই অফিসাররা। লাজপত নগরের গোপন অভিযানেই ঘুষ নেওয়ার সময় ওই ইডি আধিকারিক হাতেনাতে ধরা পড়ে যান বলে সূত্রের দাবি।

ফের হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত ১৩ জন

চলছে উদ্ধারকাজ

ধরমশালা, ৮ অগস্ট : সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আবার মেঘভাঙা বৃষ্টি হিমাচলে। বুধবার রাতের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গেল সামেজ গ্রাম। মৃত কমপক্ষে ১৩। হিমাচল প্রদেশের শ্রীখণ্ডের কাছেই সামেজ এবং বাগী সেতুর মাঝামাঝি এলাকায় বুধবার গভীর রাতে ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ১৩ জনের দেহ উদ্ধার করেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল (এনডিআরএফ)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও নিখোঁজ এক।

হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলার গ্রাম সামেজ। গত ৩১ জুলাইয়ের মেঘভাঙা বৃষ্টির পর আবার একই বিপর্যয় নেমে এল সেই সামেজে। আগেই সেখানে অন্তত ৩৩ জন নিখোঁজ ছিলেন। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল ঘরের পর ঘর। এ বার বুধবার রাতের দুর্যোগে মারা গেলেন ১৩ জন। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এনডিআরএফ।

এনডিআরএফের কম্যান্ড্যান্ট বলজিন্দর সিং সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, 'হিমাচলের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় উদ্ধারকাজ অভিযানের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। সামেজে বার বার মেঘভাঙা বৃষ্টি সে রকমই একটি বিপর্যয়। তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চলছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ১৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।'

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ৭ অগস্ট ভারী বৃষ্টিতে ভিজেছে হিমাচল। মান্ডি জেলার জোগিন্দরনগরে ২৪ ঘণ্টায় সর্বাধিক ১১০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হয়েছে সিরমাউর জেলাতেও। আগামী কয়েক দিন রাজ্যের বিলাসপুর, হামিরপুর, কাংড়া, চাম্বা এবং মান্ডি জেলার জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জুলাই থেকেই মেঘভাঙা বৃষ্টি আর ধসে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশের শিমলা, মান্ডি এবং কুলু জেলা। ধসের কবলে ভেঙেছে বহু ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল। বহু মানুষ নিখোঁজ, মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সরকারি সূত্রে খবর, ২৭ জুন থেকে ৩ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে শুধুমাত্র বৃষ্টির কারণে দুর্ঘটনাতেই প্রাণ গিয়েছে ৭৯ জনের। ৩১ জুলাই রাতের হড়পা বানে কুলুর নির্মান্দ, মালানা, মান্ডির পাধার, শিমলার রামপুরে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে। গত সপ্তাহে স্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করেছেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। নিখোঁজদের খোঁজে পুরোদমে চলছে উদ্ধার অভিযান।

ভিনধর্মে প্রেম, বোনকে নৃশংসভাবে খুন দাদার

লখনউ, ৮ অগস্ট: ফের অনার কিলিং উত্তরপ্রদেশে। ভিনধর্মের ছেলের সঙ্গে প্রেম করার 'অপরাধে' ভরদুপুরে রাস্তায় নিজের বোনকে খুন করল দাদা। ভয়াবহ এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মিরাটে। ঘটনায় সময় পথচলতি মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল গোটা ঘটনা। বাঁচাতে এগিয়ে এল না কেউ। হাড়হিম সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা দেখে শিউরে উঠছেন নেটিজেনরা।

জানা গিয়েছে, মিরাটের নাগলা শেখু এলাকার বাসিন্দা ১৬ বছর বয়সি ওই কিশোরীর নাম আস্রেশা। স্থানীয় এক হিন্দু যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। সে কথা জানতে পেরে মেয়েটির অন্যত্র বিয়ের ঠিক করে পরিবার। তবে বিয়ে করতে কোনওমতে রাজি ছিল না কিশোরী। নাছোড় পরিবারের সঙ্গে বুধবার সকালে ব্যাপক কথা কাটাকাটি হয় কিশোরীর। রীতিমতো ঝগড়ার পর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় সে। এর পর কিশোরীর পিছু নেয় তার দাদা হাসিন। ভর দুপুরে মাঝ রাস্তায় বোনের গলা টিপে খুন করে অভিযুক্ত। এই ঘটনা যখন ঘটে ঠিক সেই সময়ে একাধিক পথচলতি মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন তবে কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। পাশে এক বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে কিশোরীর দাদা তার গলা টিপে ধরেছে অনেকে মিলে দাঁড়িয়ে দেখছে গোটা ঘটনা।

হাসিনা গদিচ্যুত হতেই ঢাকার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল আমেরিকা?

ওয়াশিংটন, ৮ অগস্ট: ব্যাপক গণ আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশে পতন ঘটেছে শেখ হাসিনা সরকারের। পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন হাসিনা। কিন্তু অশান্তি থামেনি বাংলাদেশে। জায়গায় জায়গায় হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেই আজ, বৃহস্পতিবার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে শপথ নিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আর এই সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কের শীতলতার কথা কখনই চেপে রাখেননি মুজিবকন্যা। ফলে কূটনীতিকদের ধারণা, হাসিনা গদিচ্যুত হতেই ঢাকার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে আমেরিকা।

হাসিনা ক্ষমতা হারানোর পর বাংলাদেশের রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে। অবশেষে আন্দোলনকারী ছাত্রদের দাবি মেনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে ইউনুসের নাম ঘোষণা করা হয়। তাঁর নেতৃত্বেই এই সরকার বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে কাজ করবে। এনিয়ে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর আমরা প্রতিনিয়ত নজর রাখছি। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কীভাবে কাজ করে সেটাও আমরা পর্যবেক্ষণ করব। আমরা এই সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ উন্নত হোক।

বলে রাখা ভালো, নোবেলজয়ী ইউনুসকে সবসময়ই সমর্থন জানিয়েছে আমেরিকা। চলতি বছরেই এই অর্থনীতিবিদ-সহ চারজনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ছয়মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু জামিন পেয়ে যাওয়ায় তাঁদের হাজতবাস হয়নি। তবে ইউনুসের কারাদণ্ডের নির্দেশের পর তৎকালীন হাসিনা সরকারের তীব্র বিরোধিতা করেছিল আমেরিকা। আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনার আহ্বান জানিয়েছিল তারা।

ফিলাডেলফিয়া ক্যাম্পেইন র‍্যালিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস, সঙ্গে মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ।

উপত্যকার ভোট-প্রস্তুতি পরিদর্শনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

শ্রীনগর, ৮ অগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে গেলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কর্তারা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ওই দল দু'দিন থাকবে কাশ্মীর উপত্যকায়। নির্বাচনের আগে কী ভাবছে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি, তা বোঝার চেষ্টা করছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে পৌঁছেই রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একপ্রস্ত বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নেতাদের মতামত গ্রহণের পর রাজ্যের ২০টি জেলার পুলিশকর্তাদের সঙ্গেও আলোচনায় বসবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও তাঁর দল।

জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটের জন্য সুপ্রিম কোর্ট অনেক দিন আগেই সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল অসাংবিধানিক নয়। সে দিনই আদালত নির্দেশ দিয়েছিল এ বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভোট করাতে হবে। সেই মতো প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে কমিশনের।

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 11 nos. of (NRM) Plantation schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **08/08/2024 to 16/08/2024.Vide NIT-11/ PMKSY-WDC 2.0/ 04 /Jhalda- II-NRM/2024-25.**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Assistant Director of Agriculture
Jhalda II Block, & PIA, Sahahar-Mamudih Watershed
Purulia

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Execution of 9 no's Plantation schemes (on and from **07/08/2024 to 17/08/2024)** in one notice and 14 nos of WHS schemes (on and from **07/08/2024 to 30/08/2024)** in another notice under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District. Vide **NIT no -03/PMKSY-WDC2-NRM-1/1/24- 25 & NIT- 04/PMKSY-WDC2-NRM-2/1/23-24.**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

e-TENDER NOTICE
E-tender invited by the Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 pgs.
E-tender Notice 2024_300/GANGA/1/24-25, Dated-08.08.2024_ZPHD_730740_1
2024_ZPHD_ 730660_1,
2024_ZPHD_730754_1.
301/GANGA/1/
24-25, Dated-08.08.2024
2024_ZPHD_730820_1,
2024_ZPHD_730802_1
2024_ZPHD_730787_1
Sd/-
Prodhan
Ganganandapur GP, Bongaon Block, North 24 pgs.

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC Ranaghat-II Project against **NIT No.: 01/2024-2025 (2nd call) Dated: 07.08.2024** for Construction of 1000 Nos. Capacity Poultry Farm at W.B.C.A.D.C. Ranaghat-II Project [amounting to Rs. 15,68,613.00]. Last Date of Submission of Tender Paper: 31.08.2024 up to 04:30 P.M. For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Officer
W.B.C.A.D.C. Ranaghat-II Project

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
টেন্ডার নোটিশ
এনআইটি নং ৫৬৯৪৬ তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া -**রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর অধীনে হটুদেওয়ান শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (আসবাব, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে **অনলাইনে** টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবপেজ : **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৬.০৮.২০২৪ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
ই-টেন্ডার নোটিশ
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৪টি ঢালাই রাস্তা ১০টি ঢালাই ড্রেন ও দুটি নলকূপ মেরামতের মালপত্র ক্রয় করার জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। যার নোটিশ নং যথাক্রমে **02/HGP/2024-25, 03/HGP/24-25,** ও **04/HGP/24-25** যার মোট টেন্ডার মূল যথাক্রমে ১৫,২২,০০০/-, ২৪,৪৮,০০০/-, ও ৫,৪৬,২৭৮/- আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য **https://wbtenders.gov.in** এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করার জন্য।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

E-TENDER NOTICE
e-TENDER invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Dev. Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: **CHOW-II/415/24. Tender Id: 2024_ZPHD_730603_ 1 to 5. Dated: 07/08/2024. Tender Notice No: CHOW-II/416/24. Tender Id: 2024_ZPHD_730696_1 to 7. Dated: 07/08/2024.** Last date of Bid submission: **17/08/2024 upto 4 PM.** Technical Bid open: **20/08/2024 at 12.30 PM.** Details on: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Dev. Block, North 24 Parganas.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেট), এইচএমসি-২৮, নিত্যধন মুখার্জি রোড, হাওড়া-৭১১১০১, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ২৯ অধীনে লাইসেন্স এবং বিরতি ভিত্তিতে বিতান (ফ্লাওয়ার মার্কেট) এর ডি জি সেট এবং কোল্ড স্টোরেজ পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ০৬.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
টেন্ডার রেফারেন্স নং : **WB/HMC/NIT/ED/04/Market/24-25**
টেন্ডার আইডি : **2024_MAD_729031_1**
২৯(২)/২৪-২৫
৮/৮/২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 06/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 1 nos Civil works. Bid Submission start-**08/08/2024**, Ends- **16/08/2024.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ১৫২_২০২৪-২৫, তারিখ ০৭.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ:** হাওড়া স্টেশনের পিএফ এলাকায় ক্রস ট্র্যাক ড্রেন সহ ভূগর্ভস্থ সিউয়ারেজ লাইনের মেরামতি, রিঅ্যালাইনমেন্ট, ব্যাস বৃদ্ধি। **আনুমানিক ব্যয়:** ২,১৭,৯৭,৩৬০.৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,৫৯,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ৩০.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। **দ্রষ্টব্য :** আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-215/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ১১ কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০০১৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসইআর-পিএসআই-এইচডব্লুএইচ-কেজিপি-২x২৫ কেভি, তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৪। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** ইপিসি মোড-এ ৩০০০এমটি লোডিং-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে ২x২৫ কেভি সিস্টেমে ১৩২ কেভি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, সেকশনিং পোস্ট (এসপি সমূহ) ও সাব সেকশনিং পোস্ট (এসএসপি সমূহ) ডিজাইন, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যু করার তারিখ থেকে ২৪ মাস। **কাজের আনুমানিক খরচ ঃ** ১৩৩,৩১,১১,৮৫৫.১৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ৬৮,১৫,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **অনুসন্ধান গ্রহণের শেষ দিন ঃ** ২৬.০৮.২০২৪। **প্রি বিড মিটিংঃ** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা। **অনুচ্ছেদ নং ২.১১.২-তে তালিকাভুক্ত সকল নথির স্বহস্তে জমাঃ** ২৩.০৯.২০২৪ (দুপুর ৩টা প্র.ভা.স.)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.০৯.২০২৪ (দুপুর ২টা প্র.ভা.স.)। ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডার সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** । (PR-465)

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট
বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পব
এনআইটি নং : ৫৬৯৪৭ তারিখ : ০৬.০৮.২০২৪
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়া অধীন **খড়গপুর শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (আসবাব, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং) কাজের জন্য উপযুক্ত টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিত জানতে ওয়েবপেজ : **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** দেখুন।
টেন্ডার দাখিলের শেষ **তারিখ ২৭.০৮.২০২৪ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**
রিজিওনাল হেড
রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

Notice Inviting Tender
E-Tender is being floated on **NIT ID – DMPAM/DIC/e-NIT/13/2024-25. DATED 01.08.2024** to supply and install tools and equipments in the Bag & Readymade Garments Mfg REH Cluster' Paschim Medinipur, W.B. Schedule-Uploading NIT documents on **09.08.24.** Last date of submission of Bid on **17.08.24**
Sd/-
General Manager,
District Industries Centre,
Paschim Medinipur

Notice Inviting Tender
E-Tender is being floated on **NIT ID – DMPAM/DIC/e-NIT/14/2024-25 DATED 01.08.2024** for inviting appropriate Bidder to supply and install tools and equipments in Masala Manufacturing REH Cluster, Paschim Medinipur, W.B. Schedule- Uploading NIT documents on 09.08.24 Last date of submission of Bid on **23.08.2024**
Sd/-
General Manager,
District Industries Centre,
Paschim Medinipur

Notice Inviting Tender
E-Tender is being floated on **NIT ID – DMPAM/DIC/e-NIT/15/2024-25 DATED 01.08.2024** for inviting appropriate Bidder to supply and install tools and equipments in Paper Product Mfg REH Cluster, Paschim Medinipur, W.B. Schedule-Uploading NIT Documents on **09.08.24** Last date of submission of Bid on **23.08.24**
Sd/-
General Manager,
District Industries Centre,
Paschim Medinipur

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1	Installation of LED Mini Mast at Different Places within Beldanga Municipality Area. (Under Green City Mission)	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-05/2024-25	20.49 Lakh	30.08.2024 at 2:00 PM.
2	Installation of LED High Mast at Different Places within Beldanga Municipality Area. (Under Green City Mission)		28.05 Lakh	
3	Installation of 45 Watt LED Street Light With 7.0 Mtr. Steel Tubular Pole at Different Roads and Places within Beldanga Municipality Area. (Under Green City Mission)		56.83 Lakh	
5	Supply, Fitting and Fixing of LED Street Light (30, 45 & 60 watt) in Existing Poles at Different Roads and Places within Beldanga Municipality Area. (Under Green City Mission)		28.81 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org**, **www.wbtenders.gov.in**

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/২৪/৪৯
তারিখ: ০৫.০৮.২০২৪ পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিতগুলির সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক বিডের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির জন্য উপকরণ সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্য/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলো ই-টেন্ডার; শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে। **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; স্টোরের বর্ণনা; পরিমাণ; বকেয়া তারিখ, টেন্ডার খরচ** নিম্নরূপ: **[২৬৩]; ১৪২৪২৫২০এ;** i) স্প্রিং লোডেড সুইচ-২; ii) প্যান্টোগ্রাফ / ভিসিবি / হোটেল লোডের জন্য স্প্রিং লোডেড সুইচ; iii) হেড লাইটের জন্য স্প্রিং লোডেড সুইচ; iv) হেড লাইট তীব্রতার জন্য স্প্রিং লোডেড সুইচ; V) কম্প্রেসারের জন্য স্প্রিং লোডেড সুইচ। সব সিএলডব্লিউ স্পেকন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৭৫/বি অনুযায়ী। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫% শতাংশ, আইটেম ক্যাটাগরি: সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; ২৬/০৮/২০২৪;** ₹ ০.০০। **[২৬৪]; ১৪২৪২৬৬৩;** i) প্যানেল সেকশনের জন্য ডব্লিউএজি-৯ এইচসি লোকো ব্রাকেটের সেট; ii) নন প্যানেল সেকশনের জন্য ডব্লিউএজি-৯ এইচসি লোকোর জন্য স্প্রিং সেট: iii) ডানকুনির জন্য স্প্রিং সেট (৮টি আইটেম সমন্বিত), সব সিএলডব্লিউ স্পেক নং সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০১২১/এইচ (সেট বিশদ সংযুক্ত) অনুযায়ী [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫% বয়স, আইটেম ক্যাটাগরি: সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী; ২৬/০৮/২০২৪;** ₹ ০.০০। **[২৬৫]; ১৪২৪২৫৮৮এ;** ট্রাক্টি/ব্রেক এফোর্ট মিটার বগি সিএলডব্লিউ স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৭১ অনুযায়ী। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫ %বয়েস , আইটেম ক্যাটাগরি : সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; ২৩/০৮/২০২৪;** ₹ ০.০০। **[২৬৬]; ১৪২৪২৫৬৩;** বাজার ওভার স্পিড / ফায়ার অ্যালার্ম/ ভিজিল্যান্স ওয়ার্নিং সিএলডব্লিউ স্পেকএন. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৭৮/সি অনুযায়ী। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫ %বয়েস , আইটেম ক্যাটাগরি : সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; ২৪/০৮/২০২৪;** ₹ ০.০০। **[২৬৭]; ১৪২৪২৯৫১এ;** ক্যাব এক্টিভেটিং কী সুইচ সিএলডব্লিউ স্পেকএন. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৭৮ অনুযায়ী। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫ %বয়েস , আইটেম ক্যাটাগরি : সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; ০৩/১০/২০২৪;** ₹ ০.০০। **[২৬৮]; ১৪২৪২৫৮৯এ;** সকেট হ্যান্ড ল্যাম্প সিএলডব্লিউ স্পেকএন. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৮২ অনুযায়ী। [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫ %বয়েস , আইটেম ক্যাটাগরি : সাধারণ, মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; ২৬/০৮/২০২৪;** ₹ ০.০০। **[২৬৯]; ২৩২৪৫১১৯;** শীট ইস্পাত ঘেরা বেস মাউন্ট করা ফিডার পিলার সরবরাহ (সর্বদিকে ১.৫ মিমি পুরুত্বের সামনের দরজায় উপযুক্ত লক করার ব্যবস্থা সহ) ইনকামিং ফিডারের মতো সমস্ত উপাদানের সাথে ফিট করা আউটডোর টাইপ: ৪০০এ, ৪১৫ ভোল্ট, ৫০ হার্জ এমসিসিবি ফোর পোল। টিপিএন কপার বাস বার সাইজ ৪০ X ৬ মিমি। মাল্টিফাংশন মিটার (ভোল্ট, এম্প, হার্জ) কারেন্ট ট্রান্সফরমার, ফেজ ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প এবং আউটগোয়িং ফিডার টিপিএন ২০০এ সহ, ৪১৫ভোল্ট পোর্সেলিন টাইপ ফিউজ এবং গ্রিপ ৫০ হার্জ ২ দিক =৬টি এবং টিপিএন ১০০এ, ৪১৫ভোল্ট পোর্সেলিন বাসন টাইপ ফিউজ এবং গ্রিপ ৫০ হার্জ ৪ দিক =১২টি। ইনকামিং ক্যাবল এন্ট্রি হোল ডিআইএ ৫২ মিমি এবং আউটগোয়িং কেবল এন্ট্রি হোল ডিআইএ ৩২ মিমি। মেক/ব্র্যান্ড: ১) প্যানেল: জয় চ্যাম্পিয়ন/এলএন্ডটি/স্নাইডার/হ্যাভেলস/এবিবি বা অনুরূপ। ২) এমসিসিবিঃ এলএন্ডটি/স্নাইডার/হ্যাভেলস/এবিবি বা অনুরূপ। ৩) পোর্সেলাইন কিট-ক্যাট: জয় চ্যাম্পিয়ন/এলএন্ডটি/স্নাইডার/হ্যাভেলস/এবিবি বা অনুরূপ। ৪) মাল্টিফাংশন মিটার: এলএন্ডটি/স্নাইডার/হ্যাভেলস/এবিবি বা অনুরূপ। ৫) ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প: এলএন্ডটি/স্নাইডার/হ্যাভেলস/এবিবি বা অনুরূপ। ৬) সি.টি: কাপ্পা বা অনুরূপ, এইচএসএন কোড ৮৫৩৭; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; ০৩/০৯/২০২৪;** ₹ ০.০০।
PR6/566 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/হাওড়া
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

ব্রোঞ্জ পদকটা ওর

ম্যাজিশিয়ান শ্রীজেশকে নিয়ে আবেগপ্রবণ হরমনপ্রীত-মনপ্রীতরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অলিম্পিকে চতুর্থ দিনে পদক জয় ভারতের। হরমনপ্রীত সিং-এর নেতৃত্বে প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এ হকিতে ব্রোঞ্জ পদক জিতল ভারত। প্যারিস অলিম্পিকে এই নিয়ে চতুর্থ পদক পেল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে তিনি শুটিংয়ে ৩টি পদক পেয়েছেন। প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এ পুরুষদের হকির ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে স্পেনের মুখোমুখি হয় ভারত। ভারতীয় দল টানা দ্বিতীয়বার অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ জিততে সফল হল। স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। ভারতের হয়ে দুটি গোলই করেন হরমনপ্রীত সিং এবং ভারতকে স্পেনের বিরুদ্ধে লিড এনে দেন যা শেষ পর্যন্ত নির্ণায়ক প্রমাণিত হয়। এই ম্যাচটি টিম ইন্ডিয়ার কিংবদন্তি গোলরক্ষক পি. শ্রীজেশের জন্য খুবই বিশেষ ছিল। এটাই তার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ। টোকিও ও প্যারিস অলিম্পিকে পদক জয়ী দলের সদস্য শ্রীজেশ, ভারতের প্রাচীর হিসেবে পরিচিত। একই সঙ্গে অলিম্পিকের হকি ইভেন্টে এটি ভারতের ১৩তম পদক।

প্রথম কোয়ার্টারে ভারত ও স্পেনের মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। উভয় দলের খেলোয়াড়রা ক্রমাগত গোল করার চেষ্টা করলেও উভয় দলের রক্ষণভাগ ভালো খেলে। প্রথম কোয়ার্টারে কোনো দলই গোলের দেখা পায়নি।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ম্যাচের প্রথম গোলের দেখা পায় স্পেন। ১৮তম মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোকে গোল করেন মার্ক মিরালেস পোর্টিলো। তবে স্পেনের সেই সুখ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এরপর ২০তম মিনিটে আরেকটি পেনাল্টি কর্নার পায় স্পেন। যদিও সেটিকে গোলে রূপান্তর করতে পারেনি তাঁরা। খেলার ২৯তম মিনিটে ভারত পেনাল্টি কর্নারও পায়, কিন্তু এখানেও গোল করতে পারেনি। এরপর প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে আরেকটি পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। এবার ভারতীয় অধিনায়ক হরমনপ্রীত গোল করে ম্যাচ ১-১ সমতায় আনেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও ভারতীয় দল তাদের আক্রমণাত্বক খেলা অব্যাহত রাখে। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই একটি গোল করে ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টারের তৃতীয় মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। হরমনপ্রীত সিং এবারও কোনো ভুল করেননি এবং ভারতের হয়ে ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি, যার কারণে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এর ঠিক পরেই ৩৫তম মিনিটে অভিষেককে সবুজ কার্ড দেখানো হয়। ৩৭তম মিনিটে আবারও মাঠে নামেন তিনিও। তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষে টিম ইন্ডিয়া ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। চতুর্থ কোয়ার্টারে দুটি দল যথেষ্ট ভালো পারর্ফম্যান্স করে। কিন্তু কোনো দলই আর গোল করতে পারেনি। শেষ কোয়ার্টারে স্পেন আক্রমণের ঝড় তোলে কিন্তু ভারত নিজের রক্ষনে কোনো ভুল করেনি। স্পেন শেষ কোয়ার্টারে দুটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোলরক্ষক পি. শ্রীজেশ সহ রক্ষনের খেলোয়াড়রা সব আক্রমণ রুখে দেয়।

নিউজিল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়ে প্যারিস অলিম্পিকে অভিযান শুরু করেছিল ভারত। এরপর আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। তৃতীয় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ভারতীয় দল। এরপর বেলজিয়ামের বিপক্ষে ১-২ গোলে হারতে হয়। এরপর অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ভারতীয় দল ঐতিহাসিক জয় পায় এবং পেনাল্টি শুটআউটে ব্রিটেনকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে। কিন্তু সেমিফাইনালে জার্মানির ২-৩ গোলে হেরে যায় ভারতীয় দল।

ভারতকে ব্রোঞ্জ দিয়ে চোখের জলে ভাসলেন পিআর শ্রীজেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক হকিকে বিদায় জানালেন ভারতীয় হকি দলের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ। প্যারিস অলিম্পিকে স্পেনের বিরুদ্ধে ভারত ব্রোঞ্জ পদক জিতে শ্রীজেশের যাত্রা শেষ হয়। এরপরই আবেগাপ্লুত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন শ্রীজেশ। বাকি খেলোয়াড়রা তার দিকে ছুটে এসে উদযাপনে তার পিঠে থাপ দিতে শুরু করে। তারপর শ্রীজেশ উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে সমস্ত ভারতীয় খেলোয়াড় তাঁকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর সামনে প্রণাম করলেন। জয়ের পর শ্রীজেশ বলেছিলেন যে ফাইনালের আগে কোচ বলেছিলেন যে এটি শ্রীজেশের শেষ ম্যাচ এবং তিনি মাঠে একই আবেগ এবং উত্সাহ দেখাবেন। অভিজ্ঞ গোলরক্ষক প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলেন। স্পেনের ছয়টি আক্রমণের মধ্যে পাঁচটি রুখে দেন। এটি ছিল ৩৬ বছর বয়সী শ্রীজেশের চতুর্থ অলিম্পিক এবং তিনি এটি দুর্দান্তভাবে শেষ করলেন। প্যারিস অলিম্পিকে শ্রীজেশের সবচেয়ে স্মরণীয় পারফরম্যান্স ছিল গ্রেট ব্রিটেনের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে। এবার স্পেনের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচেও দেখা গেল শ্রীজেশের জাদু। শেষ মিনিটে স্পেনকে গোল করতে দেননি শ্রীজেশ। তিনি ভারতীয় পুরুষ হকি দলের একজন অংশ হিসেবে পরপর দুবার অলিম্পিক পদক জিতেলেন। তাঁর নেতৃত্বে, ভারত ২০১৬ রিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে এবং দলটি অষ্টম স্থান অধিকার করে। যাইহোক, তিনি ২০২০ টোকিও অলিম্পিক এবং এখন প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সাথে একটি ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন। ২০১০ বিশ্বকাপে তাঁর আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়ার পর, শ্রীজেশ ভারতের জন্য ২০১৪ এশিয়ান গেমসে সোনা এবং ২০১৮ এশিয়ান গেমসে জাকার্তা-পালেমবাং-এ ব্রোঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি স্মরণীয় জয়ের অংশ হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যৌথ বিজয়ী দল ছাড়াও, তিনি ভুবনেশ্বরে ২০১৯ সালের চজ্জছ পুরুষদের সিরিজ ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন দলেও ছিলেন। এছাড়াও, তিনি ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং ২০২৩ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রুপোর পদক জয়ী দলেরও অংশ ছিলেন। তিনি ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে ভারতকে সোনা জিততে সাহায্য করেছিলেন।

শ্রীজেশকে ২০২১ সালে খেলরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। একই সময়ে, তিনি ২০২১ সালের সেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হন।

শ্রীজেশ তাঁর বান্ধবী অনিশায়াকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি নিজেও একজন লং জাম্পার এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। শ্রীজেশ এবং অনিশায়ার একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে রয়েছে। ২০১৬ সালে সর্দার সিংয়ের পরিবর্তে শ্রীজেশ ভারতীয় পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক হন। টোকিও অলিম্পিকে তার গোলকিপিং দিয়ে, তিনি ৪১ বছর পর পুরুষদের হকিতে ভারতকে অলিম্পিক পদক জিততে সাহায্য করেছিলেন।

পদক জিততে না পারায় চানুর আফসোশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: টোকিও অলিম্পিক্সে রুপোর পদক জয়ী ভারতের তারকা ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু প্যারিসে পদক জিততে না পারায় আফসোস করেছেন। মীরাবাই চানু মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে চতুর্থ অবস্থানে ছিলেন। পদক জিততে না পারার আক্ষেপ মীরাবাইয়ের মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠছিল এবং তিনি হঠাৎই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। ৮ই আগস্ট মীরাবাই চানুর জন্মদিন, মীরাবাই চানু অলিম্পিক পদক জিতে তাঁর জন্মদিনকে বিশেষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা হতে পারেনি। ইভেন্ট শেষ হওয়ার পরে, মীরাবাই চানু অবশ্য বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট এবং তিনি পদক জিততে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এ ছাড়া চানু জানান যে এটি তার মাসিকের তৃতীয় দিন ছিল, যার কারণে তিনি কিছুটা দুর্বল বোধ করছেন।

মীরাবাই চানু বলেছেন, তআজকের পারফরম্যান্সে আমি খুব খুশি, সবাই জানে যে আমি অনেক চোট আঘাতে ভুগেছি, সবাই জানে রিও ২০১৬ অলিম্পিকে আমার কী হয়েছিল। সেখানে আমি পদক মিস করেছি। এটি প্রতিটি খেলোয়াড়ের সাথে ঘটেদ। মীরাবাই আরও বলেন, তএরপর আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমি টোকিও অলিম্পিকে ভারতের হয়ে রুপো পদক জিতেছি। এবারও চেষ্টা করেছি, কিন্তু চোটের কারণে এশিয়ান গেমসে আমার কী অবস্থা হয়েছিল তা সবাই জানে। এরপর ৪-৫ মাস রিহ্যাবে গিয়েছিলাম। প্যারিস অলিম্পিকের জন্য খুব কম সময় ছিল, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারলাম নাদ।

প্যারিস অলিম্পিকের পারফরম্যান্স নিয়ে মীরাবাই বলেছিলেন, তআজ আমার ভাগ্যও খারাপ ছিল এবং পিরিয়ডের সমস্যাও ছিল। আজ আমার পিরিয়ডের তৃতীয় দিন ছিল। তবে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। এবার পদক দিতে না পারার জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু তা আমার ভাগ্যে ছিল নাদ।

মীরাবাই চানু স্ন্যাচে ৮৮ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১১ কেজি, মোট ১৯৯ কেজি তুলেছেন। এই কারণে তিনি মাত্র এক কেজি ওজনের পদক থেকে বঞ্চিত হন। চীনের বর্তমান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হাউ জিহুই, সোনারপদকের শক্তিশালী প্রতিযোগী, ক্লিন অ্যান্ড জার্কে অলিম্পিক রেকর্ডের সাথে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। তিনি মোট ২০৬ কেজি ওজন তুললেন (স্ন্যাচ ৮৯, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১১৭)। রোমানিয়ার ভ্যালেন্টিনা ক্যাম্বেই ২০৬ (৯৩ এবং ১১২) কেজি ওজন নিয়ে রুপো পদক এবং থাইল্যান্ডের সুরোদচনা খাম্বো ২০০ (৮৮ এবং ১১২) কেজি ওজন নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিততে সফল হন।

ক্লিন অ্যান্ড জার্কের প্রথম প্রচেষ্টায় ১১৪ কেজি তুলতে পারেননি মীরাবাই, কিন্তু ব্যর্থ হন। এর পরে, তিনি অবিলম্বে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় এই ১১১ কেজি ওজন তুলে নেন এবং পদক দাবি করেন। এর পরে, তিনি ক্লিন অ্যান্ড জার্কের তৃতীয় এবং শেষ প্রচেষ্টায় ১১৪ কেজি তুলতে বেছে নেন। কিন্তু তিনি তা সফলভাবে তুলতে পারেননি এবং চতুর্থ স্থান অর্জন করে প্যারিস অলিম্পিক থেকে বাদ পড়েন।

ভারতের তারকা ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু বিশ্বস্তরে দেশের গৌরব বয়ে এনেছেন। তিনি তার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা দিয়ে অনেক পদক জিতেছেন। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার

মীরাবাই চানু এখন পর্যন্ত মোট ১১টি পদক জিতেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৬টি সোনার, ৪টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক। মীরাবাই চানু কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বোচ্চ ৪টি পদক জিতেছেন।

এর মধ্যে রয়েছে ৩টি সোনার ও ১টি রুপোর পদক। কমনওয়েলথ গেমসে তিনি ৩টি পদক জিতেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ২টি সোনার ও ১টি রুপোর পদক। মীরাবাই চানু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২টি পদক জিতেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ১টি সোনার ও ১টি রুপোর পদক। টোকিও অলিম্পিক ২০২০-এ রুপোর পদক জিতে তিনি দেশকে গর্বিত করেছিলেন। মীরাবাই চানু এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

সোনার স্বপ্নভঙ্গ, রুপোতে থামলেন নীরজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ বছর পর আবার এক শোয়েব আখতারের জন্ম দিল পাকিস্তান। না তিনি ক্রিকেট খেলেন না। অলিম্পিকের জ্যাভলিন থ্রোয়ার। যাঁর এক থ্রোতে ঘায়েল ভারতের সোনার ছেলে! খেলার দুনিয়া কারও মুঠোয় থাকে না। নায়ক বদলে যায়। হাসি পাল্টে যায়। বদলে যায় মুখ। স্রেফ মুহূর্তে। প্যারিস তো তাই দেখল। একটা ফাউল, ৮০, ৮৪ অথবা ৮৮ মিটারের বেশি থ্রো দেখে চেনা যাবে সোনার নায়ককে? যাবে, যদি ৯২.৯৭ মিটারে চোখ রাখেন। দ্বিতীয় থ্রো ছিল পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের। তাতে অলিম্পিক রেকর্ড। তাতেই সোনাটা কেড়ে নিলেন নীরজ চোপড়ার! ৮৯.৩৪ থ্রোতে ফাইনালে উঠেছিলেন নীরজ। জ্যাভলিন ফাইনালেও সেরাটাই দিয়েছেন। নীরজের প্রথম থ্রো-টা ছিল ফাউল। কিন্তু দ্বিতীয় থ্রোতে কোয়ালিফাইং রাউন্ডকেও ছাপিয়ে যান। ৮৯.৪৫ মিটার মরসুমের সেরা থ্রো করে। নীরজ ততক্ষণে জেনে নিয়েছেন, পোডিয়ামে উঠবেন ঠিক, কিন্তু জনগণমন শুনতে পাবেন না। রুপোতেই থামতে হবে তাঁকে। সোনা খোয়ানো নীরজ ৯০ পার করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হল কই! হল আর্শাদের। পাক-পঞ্জাবের ছেলে পর পর দু'বার থ্রো করলেন ৯০মিটারের বেশি। যেন এক রাতে দুনিয়া পাল্টে ফেললেন আর্শাদ। ২০০৮ সালে বেজিংয়ে জ্যাভলিনে অলিম্পিক রেকর্ড করেছিলেন নরওয়ের আন্দ্রেয়াস থোরকিল্ডসেন। ১৯৯২ সালে শেষবার বার্সেলোনা অলিম্পিক থেকে পদক পেয়েছে পাক হকি। আর অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক? মাত্র দুই পাক অ্যাথলিট সেই বিরল তালিকায়। ১৯৬০ সালে কুস্তি থেকে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন মহম্মদ বশির। আর ১৯৮৮ সালে সিওল অলিম্পিকের বক্সিং থেকে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন হুসেইন শাহ। ৩৬ বছর পর আবার অলিম্পিক থেকে বক্তিগত পদক পাকিস্তানের। আর পদক প্রাপ্তির নিরিখে দেখলে, ৩২ বছর পর আবার অলিম্পিক পদকের খোঁজ পেল পাকিস্তান। আর তাই কিনা সোনায় মুড়ে দিলেন আর্শাদ নাদিম। নীরজ তবু নায়ক। নীরজ তবু ইতিহাসে। সুশীল কুমার, পিভি সিন্ধুর মতো পর পর দুটো অলিম্পিকে পদক ফলালেন। সোনা ও রুপো। অ্যাথলেটিক্সে এমন নায়ক যে বিরল!

এয়ারফোর্সকে আধ ডজন গোল মোহনবাগানের, ডুরান্ডের ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডাউনটাউন হিরোজ়রে বিরুদ্ধে কোনও রকমে জিতেছিল মোহনবাগান। কিন্তু ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে ফর্মে ফিরল তারা। ঘরের মাঠে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে ৬-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। পরের ম্যাচই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। ডার্বির আগে আধ ডজন গোলে জয় আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের।

ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে একমাত্র টম অলড্রেডকে খেলিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু এই ম্যাচে জেসন কামিংস শুরু থেকে খেলেন। তার ফল পায় তারা। ম্যাচের ৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করেন কামিংস। সাহাল আব্দুল সামাদের কাছ থেকে বল পান কামিংস। বক্সে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন তিনি। ৬ মিনিট পরে ব্যবধান বাড়ান অলড্রেড। লিস্টন কোলাসোর ক্রসে হেড করেন কামিংস। সেই বল গোলরক্ষক বাঁচালেও ফিরতে বলে গোল করেন অলড্রেড।

মোহনবাগানের এই ম্যাচ দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ডার্বির আগে প্রতিপক্ষকে দেখে নিতে চাইছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। তাঁকে কিন্তু চিন্তায় রাখবে বাগানের এই পারফরম্যান্স।

এগিয়ে যাওয়ার পরেও আক্রমণ থামায়নি বাগান। ৩৮ মিনিটের মাথায় দলের তৃতীয় গোল করেন লিস্টন। সাহালের কাছ থেকে বল পেয়ে জোরালো শটে গোল করেন তিনি। ৩-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় মোহনবাগান।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছবি। ৪৭ মিনিটেই গোল করতে পারতেন সুহেল ভাট। গোলরক্ষককে একা পেয়েও বাইরে মারেন তিনি। ৫১ মিনিটের মাথায় গোল করতে পারেননি লিস্টন। যদিও বেশি ক্ষণ মোহনবাগানকে আটকাতে পারেনি এয়ারফোর্স। ৬৫ মিনিটের মাথায় বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে দলের চতুর্থ গোল কররেন অনিরুদ্ধ থাপা।

৪-০ গোলে সন্তুষ্ট থাকতে চায়নি মোহনবাগান। ডার্বির প্রস্তুতি ভাল ভাবে সেরে নিল তারা। গোটা ম্যাচে ৭২ শতাংশ বলের দখল ছিল তাদের। প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে ১৮টি শট মারে তারা।

হার না মানা লড়াইয়ে ভিনেশ ফোগাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: যখন দুনিয়া আপনার আশা, সাহস এবং স্বপ্নগুলিকে খুব খারাপ ভাবে ভেঙে দেয়, তখন সবচেয়ে কঠিন কাজ হল নিজের যত্ন নেওয়া নিজের খেয়াল রাখা। এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবুও, এমন কেউ কেউ আছে যারা এমন পরিস্থিতিতেও নিজেকে শক্ত রাখতে পারে এবং কেবলমাত্র সেই খেলোয়াড়রাই ভবিষ্যতে চ্যাম্পিয়ন হয়। বর্তমানে, ভারতের সেরা কুস্তিগীর বিনেশ ফোগাটও ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়ে একই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এত কিছুর পরেও বিনেশের মনোবল তুঙ্গে।

মঙ্গলবার, ৬ আগস্ট, বিনেশ মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন। বিনেশ প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি অলিম্পিকে কুস্তির ফাইনালে উঠেছিলেন। ৭ই আগস্ট বুধবার, বিনেশের ফাইনাল খেলার কথা ছিল, কিন্তু ফাইনালের সকালে, বিনেশ সহ গোটা ভারতবাসী হৃদয় বিদারক খবর পায়। যে তিনি ম্যাচটি খেলতে পারবেন না কারণ বিনেশের ওজন ৫০ কেজির নির্ধারিত ওজনের চেয়ে ১০০ গ্রাম বেশি। এর ফলে, তিনি কেবল ফাইনাল থেকে নয়, পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যান। আর এর সাথে সাথেই পদকের স্বপ্নও ভেঙে যায় বিনেশেরন

এত বড় ধাক্কার পরে যে কারও মনোবল ভেঙে যেতে পারে কিন্তু বিনেশ ফোগাট নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। ফাইনাল থেকে ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার পর মনোবল ভাঙছে না বিনেশ ফোগাটের। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে, জাতীয় কোচ বীরেন্দ্র দাহিয়া এবং মনজিৎ রানি যখন বিনেশের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তারকা কুস্তিগীর যা বলেছিলেন তা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। বিনেশের সাথে দেখা করার পরে, দাহিয়া বলেছিলেন যে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পিটি ঊষা সহ কয়েকজন কর্মকর্তাও তার সাথে দেখা করতে সেখানে গিয়েছিলেন। দাহিয়া আরও বলেন যে বিনেশ খুব সাহসী। বিনেশ স্বীকার করেছেন যে তিনি পদক মিস করার জন্য নিজেকে দুর্ভাগ্যবান মনে করেছিলেন, কিন্তু বিনেশ এটিকে খেলার একটি অংশ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর মনোবল বজায় রেখেছেন।

এদিকে, বিনেশ তার ফাইনাল থেকে বাদ পড়ার বিরুদ্ধে ক্রীড়া আদালতে আপিল করেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় বিনেশের পক্ষে খেলাধুলার বিষয়গুলির জন্য বৃহত্তম আন্তর্জাতিক আদালত, কোর্ট অফ আরবিট্রেশন অফ স্পোর্টস (সিএএস) এর কাছে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে তিনি ফাইনালে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার দাবি করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে, সিএএস বলেছিল যে তারা ফাইনালে স্থগিতাদেশ দিতে পারে না, এর পরে বিনেশ তার আবেদন পরিবর্তন করে এবং যৌথভাবে রুপো পদক দেওয়ার দাবি জানায়। এ বিষয়ে সিএএস জানিয়েছে, বিনেশ ফোগাটের আবেদন মঞ্জুর করে। যদি সিএএসের রায় ফোগাটের পক্ষে আসে, তবে ফোগাটকে রুপোর পদক দিতে আইওসি বাধ্য হবে। রুপোর জন্য ফোগাটের আবেদনের বিষয়ে ঙ্কঞ(-এর চূড়ান্ত রায় ভারতীয় সময় শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে দেওয়া হবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**